

ওঁ অথাত্মানং শিবাত্মানং শ্রীরুদ্ররূপং ধ্যায়েৎ ॥

আত্মানং – নিজের আত্মাকে বা নিজেকে। শিবাত্মানং – শিবের স্বরূপ হিসেবে বা শিবময় হিসেবে। শ্রীরুদ্ররূপং – শ্রী রুদ্রের দিব্য রূপ হিসেবে। ধ্যায়েৎ – ধ্যান করা উচিত বা ধ্যান করবে।

এটি ভগবান রুদ্রের রূপের ধ্যান করার এক আহ্বান, যিনি আত্মা (আত্মন) এবং মঙ্গলময়তার (শিব) মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্ক্শাশং ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রকম্ । গঙ্গাধরং
দশভুজং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥ নীলগ্রীবং শশাঙ্কাক্ষং
নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ । ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়ং চ বরেণ্যমভয়প্রদম্
॥ কমণ্ডলুসূত্রাণাং ধারিণং শূলপাণিনম্ । জ্বলন্তং
পিঙ্গলজটাশিখামুদ্যোতধারিণম্ ॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্ক্শাশং – নির্মল স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল বা স্বচ্ছ ত্রিনেত্রং – তিন চক্ষু বিশিষ্ট (ত্রিনয়ন) পঞ্চবক্ত্রকম্ – পাঁচটি মুখ যুক্ত গঙ্গাধরং – মন্তকে গঙ্গাকে ধারণকারী দশভুজং – দশটি বাহু বা হাত বিশিষ্ট সর্বাভরণভূষিতম্ – সকল প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত নীলগ্রীবং – নীলবর্ণ কণ্ঠ বিশিষ্ট (নীলকণ্ঠ) শশাঙ্কাক্ষং – যাঁর মন্তকে বা কপালে চন্দ্রকলা (চাঁদ) চিহ্নিত আছে নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ – সর্পকে যজ্ঞোপবীত বা পৈতা হিসেবে পরিধানকারী ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়ং চ – এবং ব্যাঘ্রচর্মের উত্তরীয় (চাদর) পরিহিত বরেণ্যম্ – পরম বরণীয় বা উপাস্য অভয়প্রদম্ – অভয় প্রদানকারী কমণ্ডলুসূত্রাণাং – কমণ্ডলু ও রুদ্রাক্ষের মালা (অক্ষসূত্র) ধারিণং – ধারণকারী শূলপাণিনম্ – যাঁর হাতে শূল (ত্রিশূল) বিদ্যমান জ্বলন্তং – অগ্নিময় বা তেজস্বী পিঙ্গলজটাশিখাম্ – পিঙ্গল (তাম্রাভ) বর্ণের জটা এবং শিখা যুক্ত উদ্যোতধারিণম্ – পরম দীপ্তি বা মহিমা ধারণকারী।

বৃষস্কন্ধসমারূঢ়ম্ উমাদেহার্ধধারিণম্ । অমৃতেনাপ্লুতং শান্তং
দিব্যভোগসমন্বিতম্ ॥ দিগ্দেবতাসমায়ুক্তং সুরাসুরনমস্কৃতম্

নিত্যং চ শাস্ত্রতঃ শুদ্ধং ধ্রুবমক্ষরমব্যয়ম্ ॥
সর্বব্যাপিনমীশানং রুদ্রং বৈ বিশ্বরূপিণম্ । এবং ধ্যাত্বা
দ্বিজসম্যক্ ততো যজনমারভেৎ ॥

বৃষস্কন্ধসমারুঢ়ম্ - বৃষের (নন্দীর) পৃষ্ঠে আরোহণকারী উমাদেহার্ধধারিণম্ - দেবী
উমার অর্ধেক দেহ ধারণকারী (অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর রূপ)

অমৃতেনাপ্লুতঃ - অমৃতের দ্বারা অভিষিক্ত বা প্লাবিত শান্তঃ - পরম শান্ত ও প্রশান্ত
দিব্যভোগসমন্বিতম্ - দিব্য ঐশ্বর্য, ভোগ বা মহিমাযুক্ত

দিগ্‌দেবতাসমায়ুক্তঃ - দিকপাল দেবতাদের (দিকপতিদের) দ্বারা পরিবৃত

সুরাসুরনমস্কৃতম্ - সুর (দেবতা) ও অসুর-উভয় পক্ষের দ্বারা বন্দিত বা নমস্কৃত

নিত্যং - চিরন্তন বা নিত্যকাল বর্তমান শাস্ত্রতঃ - অনাদি ও অনন্ত শুদ্ধং - পবিত্র ও
নির্মল ধ্রুবম্ - স্থির, অটল বা ধ্রুব অক্ষরম্ - বিনাশহীন বা অবিনশ্বর অব্যয়ম্ -
ক্ষয়হীন বা অব্যয়

সর্বব্যাপিনম্ - যাঁর অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান ঈশানম্ - নিখিল জগতের অধিপতি বা
শাসক রুদ্রম্ - ভগবান রুদ্র বিশ্বরূপিণম্ - বিশ্বই যাঁর রূপ বা বিশ্বরূপধারী এবং
ধ্যাত্বা - এইভাবে ধ্যান করে

দ্বিজসম্যক্ - তত্ত্বজ্ঞানী বা বিপ্র যথাযথভাবে ততো যজনমারভেৎ - অতঃপর যজন
বা পূজা আরম্ভ করবেন।

ঔ প্রজননে ব্রহ্মা তিষ্ঠতু । পাদয়োৰ্বিষ্ণুস্তিষ্ঠতু ।
হস্তয়োৰ্হরস্তিষ্ঠতু । বাহোরিন্দ্রস্তিষ্ঠতু । জঠরেংগ্নিস্তিষ্ঠতু ।
হৃদয়ে শিবস্তিষ্ঠতু । কণ্ঠে বসবস্তিষ্ঠন্তু । বক্ত্রে সরস্বতী
তিষ্ঠতু । নাসিকয়োৰ্বায়ুস্তিষ্ঠতু । নয়নয়োশ্চন্দ্রাদিতৌ
তিষ্ঠেতাম্ । কৰ্ণয়োৰশ্বিনৌ তিষ্ঠেতাম্ । ললাটে রুদ্রাস্তিষ্ঠন্তু

।

প্রজননে - প্রজনন অঙ্গে ব্রহ্মা - সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন
পাদয়োঃ - উভয় চরণে বিষ্ণুঃ - ভগবান বিষ্ণু তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন
হস্তয়োঃ - উভয় হস্তে হরঃ - মহাদেব হর তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন বাহোঃ
- উভয় বাহুতে ইন্দ্রঃ - দেবরাজ ইন্দ্র তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন জঠরে -
জঠরে বা উদরে অগ্নিঃ - অগ্নিদেব তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন হৃদয়ে - হৃদয়ে
শিবঃ - পরম মঙ্গলময় শিব তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন

কণ্ঠে - কণ্ঠে বসবঃ - অষ্টবসুগণ (দেবতা বিশেষ) তিষ্ঠন্তু - বিরাজমান থাকুন
বক্ত্রে - মুখে সরস্বতী - বিদ্যাদেবী সরস্বতী তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন
নাসিকয়োঃ - উভয় নাসিকায় বায়ুঃ - বায়ুদেব তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন
নয়নয়োঃ - উভয় নেত্রে চন্দ্রাদিতৌ - চন্দ্র ও সূর্যদেব তিষ্ঠেতাম্ - বিরাজমান
থাকুন কৰ্ণয়োঃ - উভয় কর্ণে অশ্বিনৌ - অশ্বিনীকুমারদ্বয় (স্বর্গের চিকিৎসক)
তিষ্ঠেতাম্ - বিরাজমান থাকুন

ললাটে - ললাটে বা কপালে রুদ্রাঃ - একাদশ রুদ্রগণ তিষ্ঠন্তু - বিরাজমান
থাকুন

মূৰ্ধ্যাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তু । শিরসি মহাদেবস্তিষ্ঠতু । শিখায়াং
বামদেবস্তিষ্ঠতু । পৃষ্ঠে পিনাকী তিষ্ঠতু । পুরতঃ শূলী তিষ্ঠতু

।

মূৰ্ধ্ণি - মস্তকের উপরিভাগে আদিত্যাঃ - দ্বাদশ আদিত্যগণ তিষ্ঠন্তু - বিরাজমান
থাকুন শিরসি - মস্তকে মহাদেবঃ - পরমেশ্বর মহাদেব তিষ্ঠতু - বিরাজমান
থাকুন শিখায়াং - শিখায় (মাথার চুলে) বামদেবঃ - বামদেব (শিবের রূপ)
তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন পৃষ্ঠে - পৃষ্ঠদেশে বা পিঠে পিনাকী - ধনুকধারী
পিনাকী শিব তিষ্ঠতু - বিরাজমান থাকুন

পুরতঃ – সম্মুখে শূলী – ত্রিশূলধারী শূলী শিব তিষ্ঠতু – বিরাজমান থাকুন

পার্শ্বয়োঃ শিবাশঙ্করৌ তিষ্ঠেতাম্ । সর্বতো বায়ুস্তিষ্ঠতু ।

ততো বহিঃ সর্বতোহগ্নির্জ্বালামালা পরিবৃত্তিষ্ঠতু ।

সর্বেষ্বাঙ্গেষু সর্বা দেবতা

যথাস্থানং তিষ্ঠন্তু । মাং রক্ষন্তু । সর্বান্ মহাজনান্ রক্ষন্তু ॥

পার্শ্বয়োঃ – উভয় পার্শ্বে (দুই পাশে) শিবাশঙ্করৌ – দেবী শিবা (পার্বতী) ও শঙ্কর তিষ্ঠেতাম্ – বিরাজমান থাকুন সর্বতঃ – সর্বত্র বা চারদিকে বায়ুঃ – বায়ুদেব তিষ্ঠতু – বিরাজমান থাকুন ততঃ – অতঃপর বহিঃ – বাইরে সর্বতঃ – সর্বদিকে অগ্নিঃ – অগ্নিদেব জ্বালামালা – অগ্নিশিখার মালার দ্বারা পরিবৃত্তঃ – বেষ্টিত হয়ে তিষ্ঠতু – বিরাজমান থাকুন

সর্বেষু অঙ্গেষু – শরীরের সকল অঙ্গে সর্বাঃ দেবতাঃ – সকল দেবগণ যথাস্থানং – নিজের নিজের যথোপযুক্ত স্থানে তিষ্ঠন্তু – বিরাজমান থাকুন

মাম্ – আমাকে রক্ষন্তু – রক্ষা করুন সর্বান্ – সকল মহাজনান্ – মহাজন বা সকল মানুষকে (প্রাণীকুলকে) (May they protect all great beings) রক্ষন্তু – রক্ষা করুন।

এই মন্ত্রের মাধ্যমে সাধক নিজের শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় এবং শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি দেবতাদের সাথে একীভূত করেন।

এর অর্থ হলো – আমার বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্যে এবং মন চন্দ্রে আশ্রিত হোক। এইভাবে শরীরের প্রতিটি অংশকে পবিত্র করে সাধক ঘোষণা করেন যে, তাঁর এই ক্ষুদ্র ‘আমি’ প্রকৃতপক্ষে সেই অবিনাশী ‘অমৃত’ বা ‘ব্রহ্ম’-এরই অংশ।

ওঁ অগ্নির্মে বাচি শ্রিতঃ । বাগ্‌হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি ।

অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মণি ।

অগ্নিঃ মে বাচি শ্রিতঃ – অগ্নিদেব আমার বাক্যে আশ্রিত হোন। বাক্‌ হৃদয়ে – আমার বাক্য হৃদয়ে (লীন হোক)। হৃদয়ং ময়ি – হৃদয় আমাতে (স্থিত হোক)। অহম্‌ অমৃতে – আমি সেই অবিনাশী অমৃতে (পরম তত্ত্বে)। অমৃতং ব্রহ্মণি – সেই অমৃত ব্রহ্মে (বিরাজমান)।

(Om, may Agni (the fire god) be situated in my speech. May my speech reside in the heart. May the heart reside within me. I am in the immortal. Immortality is in Brahman.)

বায়ুর্মে প্রাণে শ্রিতঃ ।

**প্রাণো হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং
ব্রহ্মণি ।**

সূর্যো মে চক্ষুষি শ্রিতঃ । চক্ষুর্হৃদয়ে ।

হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মণি ।

চন্দ্রমা মে মনসি শ্রিতাঃ । মনো হৃদয়ে । হৃদয়ং
ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মাণি ।

দিশো মে
শ্রোত্রে শ্রিতাঃ । শ্রোত্র হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি ।
অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মাণি ।

দিশঃ মে শ্রোত্রে শ্রিতাঃ – দিকসমূহ আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে আশ্রিত হোক।

আপো মে রেতসি শ্রিতাঃ ।
রেতো হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং
ব্রহ্মাণি ।

আপঃ মে রেতসি শ্রিতাঃ – জলদেবতাগণ আমার জীবনীশক্তি বা রেতসে আশ্রিত হোন।

পৃথিবী মে শরীরে শ্রিতা । শরীরগ্ং হৃদয়ে ।
হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মাণি ।

পৃথিবী মে শরীরে শ্রিতা – পৃথিবী দেবী আমার শরীরে আশ্রিতা হোন।

ওষধিবনস্পতয়ো মে লোমসু শ্রিতাঃ । লোমানি
হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং
ব্রহ্মণি ।

ওষধিবনস্পতয়ঃ মে লোমসু শ্রিতাঃ – লতাগুল্ম ও বনস্পতিগণ আমার লোমে
আশ্রিত হোক। লোমানি হৃদয়ে – লোমসমূহ হৃদয়ে।

ইন্দ্রো মে বলে শ্রিতঃ । বলং হৃদয়ে ।
হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মণি ।

ইন্দ্রঃ মে বলে শ্রিতঃ – দেবরাজ ইন্দ্র আমার শক্তিতে আশ্রিত হোন।

পর্জন্যো মে মূর্ধ্নি শ্রিতঃ । মূর্ধা হৃদয়ে । হৃদয়ং
ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং ব্রহ্মণি ।

পর্জন্যঃ মে মূর্ধ্নি শ্রিতঃ – বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য আমার মস্তকে আশ্রিত হোন।

ঈশানো মে মন্যো
শ্রিতঃ । মন্যুর্হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে ।
অমৃতং ব্রহ্মণি ।

ঈশানঃ মে মন্যো শ্রিতঃ – ঈশ্বর ঈশান আমার সংকল্প বা তেজে আশ্রিত হোন

May Īśāna (a form of Shiva) be situated in my
willpower.

আত্মা ম আত্মনি শ্রিতঃ । আত্মা
হৃদয়ে । হৃদয়ং ময়ি । অহমমৃতে । অমৃতং
ব্রহ্মণি ।

আত্মা মে আত্মনি শ্রিতঃ – আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় আশ্রিত হোক। আত্মা
হৃদয়ে – আত্মা হৃদয়ে।

পুনর্ম আত্মা পুনরায়ুৰাগাৎ । পুনঃ প্রাণঃ
পুনরাকৃতমাগাৎ । বৈশ্বানরো রশ্মিভির্বাব্ধানঃ ।
অন্তুস্তিষ্ঠত্বমৃতস্য গোপাঃ ॥

পুনঃ মে আত্মা পুনর্ আয়ুঃ আগাৎ – আমার আত্মা পুনরায় জাগ্রত হোক এবং
আয়ু ফিরে আসুক।

May the soul return, and may life return again.

পুনঃ প্রাণঃ পুনঃ আকৃতম্ আগাৎ – আমার প্রাণ এবং সংকল্প শক্তি পুনরায়
ফিরে আসুক।

May breathe and intentions return again.

বৈশ্বানরঃ রশ্মিভিঃ বাব্ধানঃ – বৈশ্বানর অগ্নি নিজের কিরণ দ্বারা বর্ধিত হয়ে
অন্তুঃ তিষ্ঠতু – আমার অন্তরে অবস্থান করুন অমৃতস্য গোপাঃ – অমৃতের
রক্ষক হিসেবে।

May Vaiśvānara (the universal fire) grow strong with
its rays. May it dwell inside as the protector of
immortality.

শ্রী রুদ্রং নমকং চমকং সহিতম্

অস্য শ্রী রুদ্রাধ্যায় প্রশ্ন মহামন্ত্রস্য অঘোর ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্
ছন্দঃ,

সঙ্কর্ষণমূর্তিস্বরূপো যোহসাবাদিত্যঃ পরমপুরুষঃ স এষ
রুদ্রো দেবতা ।

নমঃ শিবায়েতি বীজম্ । শিবতরায়েতি শক্তিঃ ।
মহাদেবায়েতি কীলকম্ ।

শ্রী সান্বসদাশিব প্রসাদ সিদ্ধ্যর্থৈ জপে বিনিয়োগঃ ॥

এই শ্রী রুদ্রাধ্যায় মহামন্ত্রের ঋষি (প্রকাশক) হলেন অঘোর ঋষি। এই মন্ত্রের ছন্দ হলো অনুষ্টুপ্ ছন্দ। সঙ্কর্ষণমূর্তিস্বরূপঃ – যিনি সঙ্কর্ষণ মূর্তির স্বরূপ। যঃ অসৌ আদিত্যঃ – যিনি এই আদিত্য বা সূর্যমণ্ডলে অবস্থানকারী। পরমপুরুষঃ – পরম পুরুষ। স এষ রুদ্রো দেবতা – তিনিই এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা ‘রুদ্র’।

নমঃ শিবায়েতি বীজম্ – ‘নমঃ শিবায়’ এই পদটি হলো এই মন্ত্রের বীজ (মন্ত্রের মূল কম্পন)। শিবতরায়েতি শক্তিঃ – ‘শিবতরায়’ এই পদটি হলো শক্তি (মন্ত্রের চালিকা শক্তি)। মহাদেবায়েতি কীলকম্ – ‘মহাদেবায়’ এই পদটি হলো কীলক (মন্ত্রের স্থিরতা বা সুরক্ষা)। শ্রী সান্বসদাশিব প্রসাদ সিদ্ধ্যর্থৈ – শ্রী সান্বসদাশিবের (দেবী পার্বতী সহ সদাশিব) অনুগ্রহ এবং সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে। জপে বিনিয়োগঃ – এই জপে প্রয়োগ বা সংকল্প করা হচ্ছে।

ওঁ অগ্নিহোত্রাত্মনে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।

দর্শপূর্ণমাসাত্মনে তর্জনীভ্যাং নমঃ ।

চাতুর্মাসাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।

নিরুতপশুবন্ধাত্মনে অনামিকাভ্যাং নমঃ ।

জ্যোতিষ্টোমাত্মনে কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ।

সর্বক্রত্বাত্মনে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

অগ্নিহোত্রাত্মনে – অগ্নিহোত্র যজ্ঞের স্বরূপ (যিনি) দর্শপূর্ণমাসাত্মনে – দর্শ ও
পূর্ণমাস নামক যজ্ঞের স্বরূপ (যিনি) চাতুর্মাস্যাত্মনে – চাতুর্মাস্য নামক যজ্ঞের
স্বরূপ (যিনি) নিরুতপশুবন্ধাত্মনে – নিরুতপশুবন্ধ নামক যজ্ঞের স্বরূপ (যিনি)
জ্যোতিষ্টোমাত্মনে – জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞের স্বরূপ (যিনি) সর্বক্রত্বাত্মনে –
সকল প্রকার যজ্ঞ বা ক্রতুর স্বরূপ (যিনি)

অগ্নিহোত্রাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ ।

দর্শপূর্ণমাসাত্মনে শিরসে স্বাহা ।

চাতুর্মাস্যাত্মনে শিখায়ৈ বষট্ ।

নিরুতপশুবন্ধাত্মনে কবচায় হুম্ ।

জ্যোতিষ্টোমাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।

সর্বক্রত্বাত্মনে অস্ত্রায় ফট্ ।

ভূৰ্ভুবস্ সুবরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥

॥ ধ্যানম্ ॥

আপাতালনভঃ স্থলান্তভুবনব্রহ্মাণ্ডমাবিস্ফুর
জ্যোতিঃ স্ফাটিকলিঙ্গমৌলিবিলসংপূর্ণেন্দুবাস্তামৃতৈঃ ।
অস্তোকাপ্লুতমেকমীশমনিশং রুদ্রানুবাকাঞ্জপন্
ধ্যায়েদীক্ষিতসিদ্ধয়ে ধ্রুবপদং বিপ্রোহভিষিঞ্চেচ্ছিবম্ ॥

আপাতাল - পাতাল থেকে শুরু করে নভঃস্থলান্ত - আকাশ ও মহাকাশের শেষ
প্রান্ত পর্যন্ত ভুবনব্রহ্মাণ্ডম্ - নিখিল ভুবন ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে
আবিস্ফুরজ্যোতিঃ - প্রস্ফুটিত জ্যোতিতে উদ্ভাসিতকারী স্ফাটিকলিঙ্গ -
স্ফটিক লিঙ্গ স্বরূপ পরমেশ্বরের মৌলিবিলসং - মস্তকে বা উপরিভাগে বিরাজমান
পূর্ণেন্দু - পূর্ণ চন্দ্র থেকে বাস্তামৃতৈঃ - নির্গত বা স্ফুরিত অমৃতধারার দ্বারা
পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যে মহাজ্যোতি দ্বারা
উদ্ভাসিত, সেই জ্যোতির্ময় স্ফটিক লিঙ্গরূপী পরমেশ্বর শিবের ধ্যান করা উচিত।
তাঁর মস্তকে স্থিত পূর্ণ চন্দ্র থেকে যে শুভ্র অমৃতধারা অবিরাম ধারায় নির্গত হচ্ছে,
সেই অমৃতের বন্যায় তিনি সর্বদা প্লাবিত বা অভিষিক্ত।

অস্তোকাপ্লুতম্ - প্রচুরভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ ও অভিষিক্ত

একম্ - অদ্বিতীয় ঈশম্ - পরমেশ্বরকে অনিশম্ - নিরন্তর বা সর্বদা

রুদ্রানুবাকান্ - শ্রী রুদ্রম্-এর অনুবাকসমূহ (নমকম ও চমকম) জপন্ - জপ
করতে করতে ধ্যায়েৎ - ধ্যান করা উচিত ঈক্ষিতসিদ্ধয়ে - মনের সকল অতীষ্ট বা কাম্য
বস্তু লাভের জন্য

ধ্রুবপদম্ - ধ্রুবপদ বা শাস্বত মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে বিপ্রঃ - জ্ঞানী সাধক বা
বিপ্র অভিষিঞ্চেচ্ছিবম্ - ভগবান শিবকে (মানস) অভিষেক করেন।

একজন তত্ত্বজ্ঞানী সাধক যখন নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং পরম মোক্ষ বা ধ্রুবপদ
লাভের জন্য ভক্তিভরে 'শ্রী রুদ্রম্'-এর পবিত্র অনুবাকগুলো জপ করেন, তখন
তিনি মানসচক্ষে এই অমৃতসিদ্ধ অদ্বিতীয় মহাদেব শিবেরই অভিষেক সম্পন্ন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্তদেহা ভসিতহিমরুচা ভাসমানা ভুজঙ্গৈঃ

কণ্ঠে কালাঃ কপর্দাকলিত শশিকলাশ্চণ্ডকোদণ্ড হস্তাঃ ॥

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্তদেহা - যাঁদের দেহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ভসিতহিমরুচা - অঙ্গে ভস্ম লেপন করার ফলে যাঁদের কান্তি তুষারের ন্যায় শুভ্র জ্যোতিতে উজ্জ্বল।

ভাসমানা ভুজঙ্গৈঃ - সর্পের অলঙ্কারে যাঁদের শরীর সুশোভিত। (ভসিত

(ভস্ম/বিভূতি) + হিম (বরফ/তুষার) + রুচা (কান্তি বা উজ্জ্বল্য)।)

কণ্ঠে কালাঃ - যাঁদের কণ্ঠদেশ গাঢ় নীল বা কৃষ্ণবর্ণ (হলাহল বিষ ধারণের জন্য)।

কপর্দাকলিত শশিকলাঃ - যাঁদের জটাজালের (কপর্দ) মধ্যে চন্দ্রকলা বা চাঁদ

অবস্থান করছে। চণ্ডকোদণ্ড হস্তাঃ - যাঁদের হাতে প্রচণ্ড বা শক্তিশালী ধনুক

(পিনাক) রয়েছে। (চণ্ড (প্রচণ্ড/শক্তিশালী) + কোদণ্ড (ধনুক) + হস্তাঃ (যাঁদের

হাতে)।)

এই শ্লোকটিতে সেই রুদ্রদের ধ্যান করা হয়েছে, যাঁদের বিশাল দেহ সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিষ পানের কারণে যাঁদের কণ্ঠ নীল, কিন্তু অঙ্গে মাখা ভস্মের কারণে যাঁদের গায়ের রঙ বরফের মতো সাদা ও উজ্জ্বল। তাঁদের জটায় চাঁদ শোভা পায়, অঙ্গে সাপ জড়িয়ে থাকে এবং হাতে থাকে শক্তিশালী পিনাক ধনুক।

ত্র্যক্ষা রুদ্রাক্ষমালাঃ প্রকটিতবিভবাঃ শান্ত্বা মূর্তিভেদা

রুদ্রাঃ শ্রীরুদ্রসূক্তপ্রকটিতবিভবা নঃ প্রয়চ্ছন্তু সৌখ্যম্ ॥

ত্র্যক্ষা - যাঁরা ত্রিনয়ন বিশিষ্ট (তিনটি চোখ যুক্ত)। রুদ্রাক্ষমালাঃ - যাঁরা রুদ্রাক্ষের

মালা পরিধান করে আছেন। প্রকটিতবিভবাঃ - যাঁদের ঐশ্বর্য বা মহিমা সর্বত্র

প্রকাশিত। শান্ত্বা মূর্তিভেদা - ভগবান শাম্ভুর (শিবের) বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ।

রুদ্রাঃ - সেই রুদ্রগণ। শ্রীরুদ্রসূক্তপ্রকটিতবিভবা - শ্রী রুদ্রসূক্তে যাঁর বা যাঁদের

অপার মহিমা ঘোষণা করা হয়েছে। নঃ প্রয়চ্ছন্তু সৌখ্যম্ - আমাদের সুখ, শান্তি ও

পরম কল্যাণ প্রদান করুন।

তাঁরা রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত এবং তিনটি চোখ বিশিষ্ট। ভগবান শিবের এই যে বিবিধ রূপ (একাদশ রুদ্র), যাঁদের মহিমা স্বয়ং রুদ্রসূক্তে বর্ণিত হয়েছে, সেই রুদ্রগণ আমাদের সর্বাঙ্গীণ সুখ ও শান্তি প্রদান করুন।

শ্রী গুরুভ্যো নমঃ । হরিঃ ওম্ ।
ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্ ।
জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত
আ নঃ শৃণ্বনৃতিভিস্সীদ সাদনম্ ॥

॥ ওঁ শ্রী মহাগণপতয়ে নমঃ ॥

॥ শিবোপাসন মন্ত্রাঃ ॥

নিধনপতয়ে নমঃ । নিধনপতান্তিকায় নমঃ । উর্ধ্বায়
নমঃ । উর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ । হিরণ্যায় নমঃ । হিরণ্যালিঙ্গায়
নমঃ । সুবর্ণায় নমঃ । সুবর্ণলিঙ্গায় নমঃ । দিব্যায় নমঃ ।
দিব্যালিঙ্গায় নমঃ । ভবায় নমঃ । ভবলিঙ্গায় নমঃ । শর্বায়
নমঃ । শর্বলিঙ্গায় নমঃ । শিবায় নমঃ । শিবলিঙ্গায় নমঃ ।

জ্বলায় নমঃ । জ্বললিঙ্গায় নমঃ । আত্মায় নমঃ ।
আত্মলিঙ্গায়

নমঃ । পরমায় নমঃ । পরমলিঙ্গায় নমঃ ।

এতথ্‌সোমস্য সূর্যস্য

সর্বলিঙ্গগ্‌গ্‌ স্থাপয়তি পাণিমন্ত্রং পবিত্রম্ ॥

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ ।

ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাম্ ।

ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥

সদ্যোজাতং - যিনি এইমাত্র জন্ম নিয়েছেন (সদ্যোজাত রূপী রুদ্র) প্রপদ্যামি - আমি তাঁর শরণ গ্রহণ করছি বা তাঁর চরণে শরণাগত হচ্ছি সদ্যোজাতায় - সেই সদ্যোজাত শিবের প্রতি বৈ - নিশ্চয়ই নমো নমঃ - আমার বারংবার প্রণাম ভবে ভবে - জন্মে জন্মে বা এই সংসার চক্রের প্রতিটি জন্মে নাতিভবে - আমাকে যেন পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাময় আবর্তে আবদ্ধ হতে না হয় ভবস্ব - আমার অন্তরে প্রকাশিত হোন বা আমাকে রক্ষা করুন মাম্ - আমাকে ভবোদ্ভবায় - যিনি এই সংসারের উৎপত্তির মূল কারণ এবং যিনি জন্মের অতীত, সেই শিবকে নমঃ - প্রণাম জানাই।

বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমশ্শ্রেষ্ঠায়

নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো

বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায়

নমস্ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ॥

কলবিকরণায় নমঃ - যিনি সময়ের পরিবর্তন ঘটান, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম।
বলবিকরণায় নমঃ - যিনি বিবিধ শক্তির আধার এবং শক্তির রূপান্তর ঘটান, তাঁকে প্রণাম।
বলপ্রমথনায় নমঃ - যিনি সকল বলশালীকে দমন করেন মনোন্মনায় নমঃ - যিনি মনকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যান

অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ ।

সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥

তৎপুরুষায় বিদ্বাহে মহাদেবায় ধীমহি । তন্নো রুদ্রঃ

প্রচোদয়াৎ ॥

**ঈশানস্‌সর্ববিদ্যানামীশ্বরস্‌সর্ব ভূতানাং
ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মাণোহধিপতিব্রহ্মা শিবো মে অস্তু
সদাশিবোম্ ॥**

ঈশানঃ – জগতের নিয়ন্তা। **সর্ববিদ্যানাম্** – সকল প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানের।
ঈশ্বরঃ – পরম প্রভু বা স্বামী। **সর্বভূতানাম্** – নিখিল প্রাণীর বা সকল জীবের।
ব্রহ্মাধিপতিঃ – বেদের অধিপতি বা সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মারও অধিপতি। **ব্রহ্মাণঃ**
অধিপতিঃ – পরমব্রহ্মের অধিপতি বা রক্ষক। **ব্রহ্মা** – যিনি স্বয়ং পরমাত্মা বা
ব্রহ্ম স্বরূপ। **শিবঃ** – পরম মঙ্গলময় শিব। **মে অস্তু** – আমার সহায় হোন বা
আমার প্রতি অনুকূল হোন। **সদাশিবোম্** – যিনি সর্বদাই কল্যাণময় সেই ‘সদাশিব’
রূপে (আমার অন্তরে বিরাজ করুন)।

**নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায়
হিরণ্যপতয়েহশ্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ**

।

নমো – প্রণাম। **হিরণ্যবাহবে** – যাঁর বাহুদ্বয় সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বা তেজস্বী।
হিরণ্যবর্ণায় – যাঁর গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মতো দীপ্তিময়। **হিরণ্যরূপায়** – যাঁর
রূপ সুবর্ণের ন্যায় মনোহর ও দিব্য। **হিরণ্যপতয়ে** – সুবর্ণের ন্যায় মূল্যবান
ঐশ্বর্যের অধিপতিকে। **অশ্বিকাপতয়ে** – জগৎমাতা অশ্বিকার পতি বা ঈশ্বরকে।
উমাপতয়ে – দেবী উমার প্রিয়তম পতিকে। **পশুপতয়ে** – নিখিল জীবাত্মার
অধিপতি বা পশুপতিকে। **নমো নমঃ** – বারংবার প্রণাম জানাই।

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম
পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ । উর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং
বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ ॥ সর্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ
রুদ্রায় নমো অস্তু । পুরুষো বৈ রুদ্রস্সন্মহো নমো নমঃ ।
বিশ্বং ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং
চ যৎ । সর্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু ।
কদ্ৰুদ্রায় প্রচেতসে মীতুষ্ঠমায় তব্যসে । বো চেম
শন্তমং হৃদে । সর্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায়
নমো অস্তু ॥

বিরূপাক্ষং – যাঁর নেত্র বিলক্ষণ বা তিনটি চোখ (ত্রিনয়ন)। **সর্বো বৈ রুদ্রঃ** – এই যা কিছু দেখছেন তার সবই নিশ্চয়ই রুদ্র। **তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু** – সেই রুদ্রকে প্রণাম জানাই।

পুরুষো বৈ রুদ্রঃ – রুদ্রই প্রকৃতপক্ষে সেই পরম পুরুষ। **সন্মহো** – যাঁর মহিমা সত্য এবং মহান।

বিশ্বং – এই বিশ্ব। **ভূতং** – যা অতীতে ছিল। **ভুবনং** – এই জগত (বর্তমান)। **চিত্রং** – বিচিত্র বা অদ্ভুত। **বহুধা জাতং** – বহু প্রকারে উৎপন্ন। **জায়মানং চ যৎ** – এবং যা কিছু ভবিষ্যতে জন্ম নিচ্ছে বা নেবে। **সর্বো হ্যেষ রুদ্রঃ** – এই সবই প্রকৃতপক্ষে রুদ্র।

কদ্ৰুদ্রায় – সেই স্তুতিযোগ্য বা ভয়ংকর রুদ্রকে। **প্রচেতসে** – পরম প্রজ্ঞাবান বা মহাজ্ঞানীকে। **মীতুষ্ঠমায়** – পরম দাতা বা ভক্তের অভীষ্ট বর্ষণকারীকে। **তব্যসে** – অত্যন্ত বলশালী বা শক্তিশালীকে। **বোচে ম** – আমরা উচ্চারণ করি বা বলি। **শন্তমং হৃদে** – হৃদয়ে পরম সুখ বা শান্তি প্রদানকারী স্তব।

যিনি মহাজাগতিক নিয়ম (ঋত) এবং পরম সত্য স্বরূপ, সেই পরমব্রহ্ম পুরুষকে প্রণাম। তিনি কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণের অধিকারী, পরম যোগী এবং ত্রিনয়ন বিশিষ্ট—সেই বিশ্বরূপধারী মহাদেবকে বারবার প্রণাম জানাই।

এই জগতের যা কিছু আছে, সবই রুদ্রের প্রকাশ। তিনিই সেই আদি পরম পুরুষ এবং মহিমময় সত্য। এই বিচিত্র বিশ্বের যা কিছু অতীতে ছিল, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে জন্ম নেবে—তার প্রতিটি অণু-পরমাণু প্রকৃতপক্ষে রুদ্রেরই রূপ।

মরা সেই মহাজ্ঞানী, পরম দাতা এবং মহাশক্তিশালী রুদ্রের চরণে আমাদের
হৃদয়ের সবথেকে শান্তিময় প্রার্থনা নিবেদন করছি। সকলই রুদ্র এবং সেই
রুদ্রকে জানাই আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

শং চ' মে ময়'শ্চ মে প্রিয়ং চ' মেহনুকাম'শ্চ মে কাম'শ্চ মে
সৌমনস'শ্চ মে ভূদ্রং চ' মে শ্রেয়'শ্চ মে বস'য়'শ্চ মে যশ'শ্চ
মে ভগ'শ্চ মে দ্রবিণং চ মে যন্তা চ' মে ধূর্তা চ' মে
ক্ষেম'শ্চ মে ধৃতি'শ্চ মে বিশ্বং চ' মে মহ'শ্চ মে সংবি'চ্চ' মে
জ্ঞাত্রং চ' মে সূ'শ্চ মে প্রসূ'শ্চ মে সীরং চ' মে লৃষ'শ্চ মে
ঋতং চ' মেহমৃতং চ' মেহয়ক্ষমং চ' মেহনামঘচ্চ মে
জীবাতু'শ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বং চ' মেহনমিত্রং চ' মেহভয়ং চ' মে
সুগং চ' মে শয়নং চ' মে সুষা চ' মে সুদিনং চ' মে ॥

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥

শ্রী রুদ্রং নমকং চমকং সহিতম্

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং
কবীনামুপমশ্রবন্তমম্ ।

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বনুতিভিসীদ
সাদনম্ ॥

গণানাং - গণসমূহের ত্বা - আপনাকে গণপতিং - গণপতি (গণদের প্রভু)
হবামহে - আমরা আহ্বান করি কবিং - কবি বা পরম জ্ঞানী কবীনাম্ -
জ্ঞানীদের মধ্যে উপমশ্রবন্তমম্ - যাঁর খ্যাতি অতুলনীয় বা যিনি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয়
জ্যেষ্ঠরাজং - শ্রেষ্ঠ রাজা ব্রহ্মণাং - মন্ত্রসমূহের / জ্ঞানের ব্রহ্মণস্পত - হে
মন্ত্রের অধিপতি (ব্রহ্মণস্পতি) আ - আসুন নঃ - আমাদের শৃণ্ব - শ্রবণ করে
উতিভিঃ - কৃপা, সহায়তা ও আশীর্বাদ দ্বারা সীদ - বসুন / অধিষ্ঠান করুন সাদনম্ -
আসনে / আসন, পবিত্র স্থান

ওঁ, হে গণসমূহের অধিপতি, আমরা আপনাকেই আহ্বান করছি। আপনি জ্ঞানীদের
মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সকলের মধ্যে সর্বাধিক যশস্বী। আপনি মন্ত্র ও জ্ঞানের
জগতে সর্বপ্রধান রাজা, হে ব্রহ্মণের অধিপতি। আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করে,
আপনার কৃপা নিয়ে এই আসনে অধিষ্ঠিত হোন।

॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ॥

নমস্তে রুদ্রমন্যব উতোত ইষবে নমঃ ।

নমস্তে অস্তু ধন্বনে বাহুভ্যামুত তে নমঃ ॥ ১.১॥

নমস্তে - আপনাকে প্রণাম রুদ্র - হে রুদ্র (শিব) মন্যবে - ক্রোধের প্রতি
(অশুভ বিনাশকারী তেজ) উতোত - এবং আরও ইষবে - তীরের প্রতি /
আপনার শর বা বাণের প্রতি নমঃ - প্রণাম নমস্তে - আপনাকে প্রণাম অস্তু -
হোক ধন্বনে - ধনুকের প্রতি বাহুভ্যাম্ - (আপনার) দুই বাহুর প্রতি উত -
এবং তে - আপনাকে নমঃ - প্রণাম

হে রুদ্র, আপনার ক্রোধকে নমস্কার এবং আপনার বাণকেও নমস্কার। আপনার
ধনুককে প্রণাম এবং আপনার শক্তিশালী দুই বাহুকেও প্রণাম পুনরায় আপনাকেই
প্রণাম।

যাত ইষুঃ শিবতমা শিবং বভূব তে ধনুঃ ।

শিবা শরব্য্যা যা তব তয়া নো রুদ্র মৃডয় ॥ ১.২॥

যা – যা বা যেটি ত – আপনার (যাতা — যেন হয় / হোক) ইষুঃ – তীর (বাণ)
শিবতমা – অত্যন্ত কল্যাণকর (পরম মঙ্গলময়) শিবং – মঙ্গলদায়ক (শান্ত)
বভূব – হয়েছে বা হোক / হয়ে উঠুক / রূপ ধারণ করুক তে – আপনার ধনুঃ –
ধনুক

শিবা – কল্যাণকর শরব্য্যা – তীরের আধার বা বাণভাণ্ডার (বা তীরের সমষ্টি) যা
– যা তব – আপনার তয়া – তার দ্বারা নঃ – আমাদের রুদ্র – হে রুদ্র
মৃডয় – সুখী করুন (প্রসন্ন হোন বা শান্তি দিন)

আপনার বাণ যেন সর্বাধিক কল্যাণময় হয় এবং আপনার ধনুক যেন শান্তি ও
মঙ্গলময় রূপ ধারণ করে। আপনার যে তূণে (বাণভাণ্ডার) রয়েছে, তা-ও যেন
কল্যাণময় হয়। হে রুদ্র, সেই শক্তির দ্বারাই আমাদের শান্তি ও আশীর্বাদ দান
করুন।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঃপাপকাশিনী ।

তয়া নস্তনুবা শন্তুময়া গিরিশন্তাভিচাক্ষীহি ॥ ১.৩॥

যা – যা তে – আপনার রুদ্র – হে রুদ্র শিবা – মঙ্গলময় বা শান্ত তনুঃ – শরীর
বা রূপ অঘোরা – যা ভয়াবহ নয় (অঘোর) অ-পাপকাশিনী – পাপ বিনাশকারী
তয়া – সেই (রূপের) দ্বারা নঃ – আমাদের প্রতি তনুবা – আপনার সেই রূপের
দ্বারা / রূপের মাধ্যমে শন্তুময়া – পরম শান্তিময় গিরিশন্ত – পর্বতনিবাসী প্রভু
(যিনি সুখ দান করেন) অভিচাক্ষীহি – প্রকাশিত হোন বা কৃপাদৃষ্টি দান করুন
হে রুদ্র, আপনার যে কল্যাণময়, অপ্রচণ্ড ও পাপবিনাশী রূপ – সেই শান্তিময়
রূপের দ্বারা, হে গিরিশ, আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করুন।

যামিষুঃ গিরিশন্ত হস্তে বিভর্যস্তবে ।

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ১.৪॥

যামিষুম্ – যে বাণকে গিরিশন্ত – হে পর্বতনিবাসী প্রভু হস্তে – হাতে বিভর্ষি
– ধারণ করে আছেন অন্তবে – নিক্ষেপের জন্য।
হে গিরিশন্ত, আপনার হাতে যে বাণটি ধারণ করে আছেন –

শিবাম্ – শান্তিময় / কল্যাণময় গিরিত্র – হে পর্বতের রক্ষক তাম্ – সেই
বাণকে কুরু – করে দিন মা – যেন না হিংসীঃ – হিংসা বা অনিষ্ট (ক্ষতি)
পুরুষম্ – মানুষকে জগৎ – কিংবা সমগ্র জগতকে।
হে গিরিত্র, সেই বাণকে শান্তিময় করুন; মানুষ ও সমগ্র জগতের প্রতি কোনো
হিংসা যেন না ঘটে।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি ।

যথা নঃ সৰ্বমিদ্ভজগদয়ক্ষমঃসুমনা অসৎ ॥ ১.৫॥

শিবেন – কল্যাণময় বচসা – বাক্য দ্বারা ত্বা – আপনাকে গিরিশ – হে
পর্বতনিবাসী প্রভু (গিরিশ) আচ্ছা বদামসি – আমরা নিবেদন করি / সম্বোধন করি।
কল্যাণময় বাক্যের দ্বারা, হে গিরিশ, আমরা আপনাকে আহ্বান ও সম্বোধন করছি।

যথা – যেন নঃ – আমাদের জন্য সৰ্বম্ – সমগ্র ইদম্ – এই জগৎ – জগৎ
অযক্ষমম্ – রোগমুক্ত সুমনা – শুভমন / শুভচিন্তায় পরিপূর্ণ অসৎ – হয়ে
ওঠে।

যেন আমাদের এই সমগ্র জগৎ রোগমুক্ত হয়ে শুভ চিন্তা ও শান্ত চেতনায় পরিপূর্ণ
হয়।

হে পর্বতনিবাসী প্রভু (গিরিশ), আমরা মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা আপনাকে স্তুতি করি
বা আপনার আরাধনা করি, যাতে আমাদের এই সমগ্র জগৎ রোগমুক্ত হয় এবং
সকলের মন শুভ ও কল্যাণময় চিন্তায় পূর্ণ থাকে।

অধ্যবোচদধি বক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্ ।

অহীশ্চ সৰ্বাণ্ডন্তয়ন্ত্ৰসৰ্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ১.৬॥

অধ্যবোচৎ – উচ্চারণ করেছেন / ঘোষণা করেছেন অধি বক্তা – প্রধান বক্তা
প্রথমঃ – প্রথম দৈব্যঃ – দিব্য ভিষক্ – চিকিৎসক।
দেবতাদের প্রথম দিব্য চিকিৎসক এই ঘোষণা উচ্চারণ করেছেন।

অহীঃ – সর্পসমূহ চ – এবং সৰ্বান্ – সকলকে জন্তয়ন্ত্ৰ – দমনকারী /
বিনাশকারী সৰ্বাঃ – সমস্ত চ – এবং যাতুধান্যঃ – অপকারী শক্তি / দুষ্ট
সত্তাসমূহ।

তিনি সকল সর্প ও সমস্ত অপকারী সত্তাকে দমন করেন।

**The first divine healer said, "May Rudra remove
all the serpents and other harmful beings."**

অসৌ যন্তাম্রো অরুণ উত বভ্রঃ সুমঙ্গলঃ ।

যে চেমাংরুদ্রা অভিতো দিক্ষু ।

প্রিতাঃ সহস্রশোহবৈষাংহেড ঈমহে ॥ ১.৭॥

অসৌ যঃ – সেই যিনি তাম্রঃ – তামাটে রঙের অরুণঃ – রক্তবর্ণ উত – এবং
বভ্রঃ – পিঙ্গলবর্ণ (বাদামী) সুমঙ্গলঃ – পরম মঙ্গলময়

তিনি সেই রুদ্র, যিনি তাম্রবর্ণ, অরুণাভ, খয়েরি রঙের এবং পরম মঙ্গলময়।

যে – যাঁরা চ ইমাঃ – এই সব রুদ্রাঃ – রুদ্রগণ (শিবের বিভিন্ন রূপ) অভিতঃ
– চারদিকে বা সব দিকে দিক্ষু – দিকসমূহে প্রিতাঃ – আশ্রিত বা অবস্থান
করছেন সহস্রশঃ – হাজার হাজার অব – দূর করা বা রক্ষা করা এষাম্ –
তাঁদের হেডঃ – অনিষ্ট বা ক্রোধ ঈমহে – আমরা প্রার্থনা করি (বা মুক্তি চাই)

যে সকল রুদ্র সহস্র সংখ্যায় সমস্ত দিক জুড়ে অবস্থান করছেন, আমরা প্রার্থনা
করি – তাঁদের দ্বারা যেন আমাদের কোনো অনিষ্ট না হয়।

অসৌ যোহবসপতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।

উতৈনং গোপা অদৃশন্নদৃশনুদহার্যঃ ।

উতৈনং বিশ্বা ভূতানি স দৃষ্টো মৃডয়াতি নঃ ॥ ১.৮॥

অসৌ – সেই যিনি যঃ – যিনি অবসপতি – নিচে নেমে আসেন বা বিচরণ
করেন / অবতরণ করেন নীলগ্রীবঃ – নীলকণ্ঠ বিলোহিতঃ – লোহিতাভ /
রক্তবর্ণ।

তিনি সেই রুদ্র, যিনি নীলকণ্ঠ ও লোহিতবর্ণ ধারণ করে সর্বত্র বিচরণ করেন।

উত – এবং এনম্ – তাঁকে গোপাঃ – গোপালগণ অদৃশন্ – দেখেছে অদৃশন্
– আবারও দেখেছে উদহার্যঃ – জল বহনকারী নারীরা
তাঁকে গোপালরা দেখেছে, জল বহনকারী নারীরাও তাঁকে দেখেছে।

উত – এবং এনম্ – তাঁকে বিশ্বা – সমস্ত ভূতানি – জীবসত্তা সঃ – তিনি
দৃষ্টঃ – দর্শিত হয়ে সঃ দৃষ্টঃ – তিনি দৃষ্ট হয়ে (সবার দ্বারা দেখা দেওয়ার পর)
মৃডয়াতি – শান্তি দান করেন নঃ – আমাদের।

সমস্ত জীব তাঁকে দর্শন করেছে, এবং তিনি দর্শিত হয়ে আমাদের শান্তি ও
আশীর্বাদ দান করেন।

নীলকণ্ঠ, রক্তাভ দীপ্তিমান তিনি জগৎ জুড়ে বিচরণ করেন। গোপালদের ও সকল প্রাণীর দ্বারা তিনি দর্শিত হন। যাঁকে দর্শন করা মাত্রই তিনি আমাদের রক্ষা প্রদান করেন।

নমো অস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীটুষে ।

অথো যে অস্য সত্বানোহহং তেভ্যোহকরন্মঃ ॥ ১.৯ ॥

নমঃ – প্রণাম অস্তু – হোক নীলগ্রীবায় – নীলকণ্ঠের প্রতি সহস্রাক্ষায় – সহস্রনয়ন বিশিষ্টের প্রতি মীটুষে – আশীর্বাদ বা ফল বর্ষণকারীকে নীলকণ্ঠ, সহস্রনয়ন ও করুণাবর্ষণকারী প্রভুর প্রতি প্রণাম নিবেদিত হোক।

অথো – আর যে – যারা অস্য – তাঁর সত্বানঃ – অনুচরগণ অহং – আমি তেভ্যঃ – তাঁদের প্রতি অকরং – নিবেদন করি নমঃ – প্রণাম।
আর যাঁরা তাঁর অনুচর ও সঙ্গী, তাঁদের সকলের প্রতিও আমি প্রণাম নিবেদন করি।

পূর্ণ বাংলা অনুবাদ: নীলকণ্ঠ, সহস্র চক্ষুবিশিষ্ট এবং আশীর্বাদ বর্ষণকারী রুদ্রকে আমার প্রণাম। এবং তাঁর যে সমস্ত অনুচর বা সহচরগণ রয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্রমুভয়োরার্ভ্রিয়োর্জ্যাম্ ।

যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ ॥ ১.১০ ॥

প্রমুঞ্চ – মুক্ত করুন ধন্বনঃ – ধনুকের ত্বন্ম – আপনি উভয়োঃ – উভয় আর্ভ্রিয়োঃ – প্রাপ্ত থেকে (ধনুকের) জ্যাম্ – ধনুকের জ্যা।

হে প্রভু, আপনার ধনুকের উভয় প্রান্ত থেকে জ্যাটি মুক্ত করুন। (আপনার ধনুকের দুই প্রান্ত থেকেই ধনুকের তারটি ছেড়ে দিন।)

যাঃ – যে সকল চ – এবং তে – আপনার হস্তে – হাতে থাকা ইষবঃ – বাণসমূহ পরা – দূরে তা – সেগুলিকে পরা তা – দূরে নিক্ষেপ করুন বা সরিয়ে নিন ভগবো – হে ভগবান বপ – নিক্ষেপ করুন / দূরে সরিয়ে দিন / ফেলে দিন বা ত্যাগ করুন

হে ভগবান, আপনার হাতে থাকা বাণসমূহ আমাদের থেকে দূরে নিক্ষেপ করুন।

পূর্ণ বাংলা অনুবাদ: হে প্রভু, আপনার ধনুকের দড়ি দুই প্রান্ত থেকেই খুলে দিন, এবং আপনার হাতে থাকা তীরগুলো আমাদের থেকে বহু দূরে রাখুন, হে প্রভু।

যা তে হেতিমীটুষ্টম হন্তে বভূব তে ধনুঃ ।

তয়াহস্মান্নিশ্বতস্ত্রময়ক্ষময়া পরিব্ভুজ ॥ ১.১৩॥

যা — যা তে — আপনার হেতিঃ — অস্ত্র মীটুষ্টম — সর্বোত্তম বরদাতা হন্তে —
হাতে বভূব — বিদ্যমান আছে তে — আপনার ধনুঃ — ধনুক।
হে সর্বোত্তম বরদাতা, আপনার হাতে যে অস্ত্ররূপ ধনুক বিদ্যমান—

তয়া — সেই দ্বারা অস্মান্ — আমাদের বিশ্বতঃ — সকল দিক থেকে ত্রম্ —
আপনি অযক্ষময়া — রোগহীন বা ব্যাধিমুক্ত অবস্থায় পরিব্ভুজ — পরিবেষ্টন করুন
/ রক্ষা করুন।

সেই ধনুকের দ্বারাই, হে প্রভু, সকল দিক থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং রোগ
ও দুঃখ থেকে মুক্ত রাখুন।

হে অতি কৃপাময় প্রভু, আপনার হাতে যে অস্ত্র — সে ধনুক — তা সকল দিক
থেকে আমাদের রক্ষা করুক এবং আমাদের রোগমুক্ত করুক।

নমস্তে অস্ত্রায়ুধায়ানাততায় ধৃষবে ।

উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥ ১.১৪॥

নমস্তে — আপনাকে প্রণাম অস্ত্র — হোক আয়ুধায় — আপনার অস্ত্রের প্রতি
অনাততায় — অপ্রসারিত বা প্রসারিত অবস্থায় থাকা ধৃষবে — হে প্রভু, হে দুর্ধর্ষ।
হে দুর্ধর্ষ প্রভু, আপনার অস্ত্র-প্রসারিত হোক বা অপ্রসারিত-তার প্রতি আমাদের
প্রণাম নিবেদিত হোক।

উভাভ্যাম্ — উভয়কে উত — এবং তে — আপনার প্রতি নমঃ — প্রণাম

বাহুভ্যাম্ — দুই বাহুকে তব — আপনার ধন্বনে — ধনুককে।

আপনার উভয় বাহু ও আপনার ধনুক—এই সকলের প্রতিই আমাদের প্রণাম।

হে রুদ্র, আপনার মহাশক্তিশালী অস্ত্রকে প্রণাম। আপনার উভয় বাহু এবং আপনার
ধনুক—যা পরাক্রমশালী ও বিজয়ী—তাদেরও প্রণাম।

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ক্রণক্তু বিশ্বতঃ ।

অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মান্নিধেহি তম্ ॥ ১.১৫॥

পরি – চারিদিক থেকে তে – আপনার ধন্বনঃ – ধনুকের হেতিঃ – বাণসমূহ
অস্মান্ – আমাদের ব্রহ্মকৃতু – রক্ষা করুক / ক্ষতি না করুক বিশ্বতঃ – সকল
দিক থেকে।

আপনার ধনুকের বাণসমূহ যেন চারিদিক থেকে আমাদের রক্ষা করে এবং কোনো
ক্ষতি না করে।

অথো – আর যঃ – যে ইষুধিঃ – বাণভাণ্ডার তব – আপনার আরে – দূরে
অস্মান্ – আমাদের থেকে নিধেহি – স্থাপন করুন তম্ – তাকে নিধেহি তম্ –
তা স্থাপন করুন বা রাখুন

আর আপনার যে বাণভাণ্ডার রয়েছে, তা আমাদের থেকে দূরে স্থাপন করুন।

আপনার ধনুকের তীরসমূহ যেন চারিদিক থেকে আমাদের কোনো ক্ষতি না করে।
আর আপনার তৃণীরাটি যেন আমাদের থেকে বহু দূরে স্থাপিত থাকে।

তৃণীর বলতে বোঝায় তীর রাখার থলি বা ধারক তৃণীর – তীর রাখার পাত্র /
তীরধার

নমস্তে অস্তু ভগবন্ বিশ্বেশ্বরায় মহাদেবায় ত্র্যম্বকায়
ত্রিপুরাস্তকায় ত্রিকাগ্নিকালায় কালাগ্নিরুদ্রায় (ত্রিকালাগ্নি
)

নীলকণ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ায় সর্বেশ্বরায়
সদাশিবায় শ্রীমন্মহাদেবায় নমঃ ॥ ২.০॥

নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমো নমো

বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাং পতয়ে নমো নমঃ

নমঃ – প্রণাম হিরণ্যবাহবে – স্বর্ণবাহুধারীকে সেনান্যে – সেনাপতিকে দিশাম্ – দিকসমূহের চ – এবং পতয়ে – অধিপতিকে (সকল দিকের অধিপতিকে) নমঃ

নমঃ – বারংবার প্রণাম।

স্বর্ণবাহুধারী, সেনাপতি ও সকল দিকের অধিপতির প্রতি বারংবার প্রণাম।

বৃক্ষেভ্যঃ – বৃক্ষসমূহের প্রতি হরিকেশেভ্যঃ – সবুজ

পত্রবিশিষ্টকে [\(referring to Rudra as the essence of life in nature\)](#). পশূনাম্ – পশুদের পতয়ে – অধিপতির প্রতি নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

সবুজ পত্র সম্বলিত বৃক্ষরূপী প্রভু ও সকল পশুর অধিপতির প্রতি প্রণাম।

সম্পিঞ্চরায় ত্রিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো নমো

বভ্রলুশায় বিব্যাধিনেহ্নানাং পতয়ে নমো নমো

সম্পিঞ্চরায় – পিঙ্গলবর্ণ বা সুবর্ণ কেশযুক্তকে ত্রিষীমতে – দীপ্তিময়কে পথীনাম্ – পথসমূহের পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

পিঙ্গল কেশবিশিষ্ট, তেজোময়, যিনি সকল পথের অধিপতি, তাঁকে প্রণাম।

বভ্রলুশায় – শ্যামলবর্ণকে বা বাদামী রঙের বিব্যাধিনে – বিদ্বাকারীকে / যিনি বিদ্বা করেন অন্নানাম্ – অন্নের পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

শ্যামলবর্ণ, বিদ্বাকারী (অস্ত্রের সাহায্যে) ও অন্নের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

হরিকেশাযোপবীতিনে পুষ্ঠানাং পতয়ে নমো নমো

ভবস্য হেতৈ জগতাং পতয়ে নমো নমো

হরিকেশায় – সবুজ কেশযুক্তকে [\(symbolizing nature or fertility\)](#). উপবীতিনে – যজ্ঞোপবীতধারীকে পুষ্ঠানাম্ – পরিপুষ্ট বা সমৃদ্ধদের অধিপতিকে পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।
যজ্ঞোপবীতধারী হরিকেশ প্রভু ও সমৃদ্ধদের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

ভবস্য – ভবের হেতৈ – অস্ত্রশক্তিকে (ভব বা শিবের অস্ত্রের প্রতি) [To the weapons of Bhava \(another name for Shiva, referring to his tools of destruction\)](#). জগতাম্ – জগতের পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

ভবের অস্ত্রশক্তিস্বরূপ ও সমগ্র জগতের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

রুদ্রায়াততাবিনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো নমঃ

সূতায়াহন্ত্যায় বনানাং পতয়ে নমো নমঃ ॥ ২.১॥

রুদ্রায় — রুদ্রকে আততাবিনে — প্রস্তুত ধনু ধারীকে ক্ষেত্রাণাম্ — ক্ষেত্রসমূহের পতয়ে — অধিপতিকে নমঃ নমঃ — বারংবার প্রণাম।
প্রস্তুতধনুধারী রুদ্র ও ক্ষেত্রের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

সূতায় — সারথিকে অহন্ত্যায় — সংহারকারীকে বনানাম্ — বনসমূহের পতয়ে — অধিপতিকে নমঃ নমঃ — বারংবার প্রণাম।
সারথি রূপী ও বিনাশকারী এবং বনসমূহের অধিপতিকে বারবার প্রণাম জানাই।

রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো

মন্ত্রিণে বাণিজ্যায় কক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো

রোহিতায় — রক্তবর্ণকে স্থপতয়ে — স্থপতি বা নির্মাতাদের অধিপতিকে বৃক্ষাণাম্ — বৃক্ষসমূহের পতয়ে — অধিপতিকে নমঃ নমঃ — বারংবার প্রণাম।
রক্তবর্ণ রূপধারী, স্থপতিগণের অধিপতি এবং বৃক্ষসমূহের প্রভুকে বারবার প্রণাম জানাই।

মন্ত্রিণে — মন্ত্রণাদাতা বা উপদেষ্টাকে বাণিজ্যায় — বণিক বা বাণিজ্যের রক্ষকে কক্ষাণাম্ — সীমান্তভূমির (উপবন বা গৃহাদির অধিপতিকে) পতয়ে — অধিপতিকে নমঃ নমঃ — বারংবার প্রণাম।
উপদেষ্টাদাতা, বণিকরূপকে এবং উপবন বা সীমান্তভূমির অধিপতিকে বারবার প্রণাম।

ভুবন্তয়ে বারিবন্ধুতায়ৌষধীনাং পতয়ে নমো নমঃ

উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাং পতয়ে নমো নমঃ

কৃৎস্নবীতায় ধাবতে সত্বনাং পতয়ে নমঃ ॥ ২.২॥

ভুবন্তয়ে — জগতের পুষ্টি বা সমৃদ্ধি প্রদানকারীকে বারিবন্ধুতায় — জল বা বৃষ্টি বর্ষণকারীকে ঔষধীনাম্ — ঔষধিসমূহের পতয়ে — অধিপতিকে নমঃ নমঃ — বারংবার প্রণাম।

যিনি জগতের শ্রীবৃদ্ধি করেন, বারিবর্ষণ করেন এবং ভেষজ উদ্ভিদের অধিপতি, তাঁকে বারবার প্রণাম।

উচ্চৈর্ঘোষায় — উচ্চ ধ্বনি বা গম্ভীর নাদকারীকে আক্রন্দয়তে — উচ্চস্বরে আহ্বানকারী বা রণহুঙ্কারকারীকে পত্তীনাং পতয়ে — পদাতিক সৈন্যদের অধিপতিকে [To the lord of foot soldiers](#) নমঃ নমঃ — বারংবার প্রণাম।

উচ্চ গম্ভীর নাদকারী, রণহুঙ্কারকারী ও পদাতিক বাহিনীর অধিপতিকে বারবার প্রণাম।

কৃৎস্নবীতায় – সর্বব্যাপী বা যিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত **ধাবতে** – দ্রুতগামীকে (দ্রুত ধাবমান বা গতিশীলকে) **সন্তানাম্** – সকল জীবের **পতয়ে** – অধিপতিকে **নমঃ** – প্রণাম।
সর্বব্যাপী, দ্রুতগামী ও সকল জীবের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

নমঃ সহমানায় নিব্য্যধিন আব্য্যধিনীনাং

পতয়ে নমো নমঃ

ককুভায় নিষজ্জিণে স্তেনানাং পতয়ে নমো নমো

নমঃ – প্রণাম **সহমানায়** – সহনশীল বা ধৈর্যশীলকে **নিব্য্যধিনে** – আঘাতকারীকে **আব্য্যধিনীনাম্** – যাঁরা ব্যাধি সৃষ্টি করেন **পতয়ে** – অধিপতিকে **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।

সহিষ্ণু ও আঘাতসৃষ্টিকারী শক্তির অধিপতির প্রতি এবং যাঁরা ব্যাধি সৃষ্টি করেন তাদের অধিপতির বারংবার প্রণাম।

ককুভায় – বলবান কাঁধবিশিষ্টকে (যার কাঁধ উজ্জ্বল) **নিষজ্জিণে** – খড়্গধারীকে **স্তেনানাম্** – চোরদের **পতয়ে** – অধিপতিকে **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।

বলবান কাঁধবিশিষ্টকে, খড়্গধারী এবং চোরদের অধিপতিকে বারবার প্রণাম।

নিষজ্জিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতয়ে নমো নমো

বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ূনাং পতয়ে নমো নমো

নিষজ্জিণে – অস্ত্রধারীকে **ইষুধিমতে** – তৃণধারীকে বা বাণভাণ্ডার সম্বলিতকে **তস্করাণাম্** – ডাকাতদের **পতয়ে** – অধিপতিকে **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।
অস্ত্র ও তৃণধারী প্রভু, ডাকাতদের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

বঞ্চতে – প্রতারককে **পরিবঞ্চতে** – মহাপ্রতারককে **স্তায়ূনাম্** – চোরদের **পতয়ে** – অধিপতিকে **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।

প্রতারক ও চোরদের অধিপতির প্রতি প্রণাম।

নিচেরবে পরিচরায়ারগ্যানাং পতয়ে নমো নমঃ

সৃকাবিভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুঞ্চতাং পতয়ে নমো নমো

নিচেরবে – গোপনে বিচরণকারীকে **পরিচরায়** – গমনকারীকে / সর্বত্র বিচরণকারীকে **অরগ্যানাম্** – অরণ্যবাসীদের **পতয়ে** – অধিপতিকে **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।

গোপনে বিচরণকারী ও সর্বত্র বিচরণকারী এবং বনবাসীদের অধিপতিকে বারবার প্রণাম।

সূকাবিভ্যঃ – জাল বা ফাঁদ ব্যবহারকারীদের প্রতি [To those who use traps](#) জিঘাংসন্ত্যঃ – হরণকারীদের মুঞ্চতাম্ – হরণকারীদের অধিপতিকে [To the lord of those who steal.](#) পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

[Salutations to those who use traps and to those who desire to seize, and to the lord of those who steal.](#)

হসিমদ্যে নক্তং চরদ্যঃ প্রকৃন্তানাং পতয়ে নমো নম

উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাং পতয়ে নমো নমঃ ॥ ৩.১॥

অসিমদ্যঃ – খড়্গধারীদের প্রতি [To those who carry swords.](#) নক্তং চরদ্যঃ – নিশাচর বা রাতে বিচরণকারীদের প্রকৃন্তানাম্ – লুণ্ঠনকারী বা ছিন্তনকারীদের অধিপতিকে পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

খড়্গধারী, নিশাচর এবং লুণ্ঠনকারীদের অধিপতিকে বারবার প্রণাম।

[Salutations to those who carry swords and to those who roam at night, and to the lord of those who cut down \(or plunder\).](#)

উষ্ণীষিণে – যিনি পাগড়ি পরেন (ছদ্মবেশে বা সুরক্ষায় রুদ্রের প্রতি ইঙ্গিত)।

গিরিচরায় – পর্বতচারীকে কুলুঞ্চানাম্ – পক্ষীসমূহের অধিপতিকে

[\(especially those that live in the mountains\).](#) পতয়ে – অধিপতিকে নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

[Salutations to the one who wears a turban, to the one who moves in the mountains, and to the lord of birds.](#)

ইষুমদ্যে ধন্বাবিভ্যশ্চ বো নমো নম

আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো নম

ইষুমদ্যঃ – বাণ ধারীদের প্রতি ধন্বাবিভ্যঃ – ধনুক ধারীদের প্রতি চ – এবং বো – আপনাদের নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

বাণ ও ধনুকধারী শক্তির প্রতি প্রণাম। যাঁদের হাতে বাণ ও ধনুক রয়েছে তাঁদের প্রণাম জানাই।

আতন্বানেভ্যঃ – ধনুক প্রসারকারীদের প্রতি প্রতিদধানেভ্যঃ – ধনুক স্থাপনকারীদের প্রতি চ – এবং বো – আপনাদের নমঃ নমঃ – বারংবার প্রণাম।

ধনুক প্রসার ও সংযমকারী শক্তির প্রতি প্রণাম।

আয়চ্ছদ্ভ্যো বিসৃজদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমো

হস্যদ্ভ্যো বিদ্বাদ্ভ্যশ্চ বো নমো নম

আয়চ্ছদ্ভ্য: — আকর্ষণকারীদের প্রতি (যাঁরা ধনুক টানছেন তাঁদের) **বিসৃজদ্ভ্য:** —
নিষ্ক্ষেপকারীদের প্রতি **চ** — এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
যাঁরা ধনুক টানছেন ও বাণ নিষ্ক্ষেপ করছেন তাঁদের বারবার প্রণাম।

অস্যদ্ভ্য: — নিষ্ক্ষেপকারীদের প্রতি **বিদ্বাদ্ভ্য:** — বিদ্বৎকারীদের প্রতি **চ** — এবং
বো — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
যাঁরা বাণ ছুড়ছেন ও লক্ষ্যভেদ করছেন তাঁদের প্রণাম।

আসীনেভ্যঃ শয়ানেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো নম

আসীনেভ্যঃ — যাঁরা উপবিষ্ট বা বসে আছেন তাঁদের প্রতি **শয়ানেভ্যঃ** — শায়িতদের
প্রতি (শুয়ে আছেন) **চ** — এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
যাঁরা বসে আছেন ও শুয়ে আছেন তাঁদের প্রণাম।

স্বপদ্ভ্যঃ — নিদ্রিতদের প্রতি (যাঁরা নিদ্রিত তাঁদের) **জাগ্রদ্ভ্যঃ** — জাগ্রতদের প্রতি **চ** —
এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
নিদ্রিত ও জাগ্রত সকল অবস্থার প্রতি প্রণাম।

স্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো

অশ্বেভ্যোহশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ৩.২॥

স্তিষ্ঠদ্ভ্যঃ — স্থিরদের প্রতি (যাঁরা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে) **ধাবদ্ভ্যঃ** — ধাবমানদের প্রতি
(যাঁরা দৌড়াচ্ছেন তাঁদের) **চ** — এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
স্থির ও গতিশীল সকল অবস্থার প্রতি প্রণাম।

সভাভ্যঃ — সভাসমূহের প্রতি **সভাপতিভ্যঃ** — সভাপতিদের প্রতি **চ** — এবং **বো** —
আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
সভা ও সভাপতিদের প্রতি প্রণাম।

অশ্বেভ্যঃ — অশ্বদের প্রতি **অশ্বপতিভ্যঃ** — অশ্বাধিপতিদের প্রতি **চ** — এবং **বো** —
আপনাদের **নমঃ** — প্রণাম।
অশ্ব ও অশ্বাধিপতিদের প্রতি প্রণাম।

নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো নম

উগণাভ্যস্তুংহতীভ্যশ্চ বো নমো নমো

নমঃ — প্রণাম **আব্যাধিনীভ্যঃ** — যাঁরা ব্যাধি সৃষ্টি করেন তাঁদের প্রতি **বিবিধ্যন্তীভ্যঃ** — এবং যাঁরা (বাণ বা অস্ত্রের সাহায্যে) বিদ্ধ করেন তাঁদের প্রতি **চ** — এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।

যাঁরা ব্যাধি সৃষ্টি করেন এবং বাণ বিদ্ধ করেন, সেই সকল রুদ্রকে বারবার প্রণাম জানাই।

উগণাভ্যঃ — প্রবল শক্তিসমূহের প্রতি **তুংহতীভ্যঃ** — এবং প্রবল ও পরাক্রান্তদের প্রতি **চ** — এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।
মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত কে প্রণাম

গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো

ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো

গৃৎসেভ্যঃ — সম্পদ অন্বেষণকারীদের **গৃৎসপতিভ্যশ্চ** — এবং সম্পদ অন্বেষণকারীদের অধিপতিদের **বো নমো নমো** — আপনাদের বারবার প্রণাম

ব্রাতেভ্যঃ — বিবিধ সেনাদল বা বাহিনীকে **ব্রাতপতিভ্যশ্চ** — এবং সেই বাহিনীর অধিপতিদের **বো নমো নমো** — আপনাদের বারবার প্রণাম

সম্পদ অন্বেষণকারী ও সম্পদ অন্বেষণকারীদের অধিপতিদের প্রণাম। বিভিন্ন সেনাদল ও তাঁদের অধিপতিদের প্রণাম।

গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো নমো

বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমো নমো

গণেভ্যঃ — গণসমূহের প্রতি **গণপতিভ্যঃ** — গণনেতাদের প্রতি **চ** — এবং **বো** — আপনাদের **নমঃ নমঃ** — বারংবার প্রণাম।

গণ ও গণনেতাদের প্রতি প্রণাম।

বিরূপেভ্যঃ — যাঁদের আকার বিচিত্র বা অদ্ভুত তাঁদের (বিকৃতরূপীদের প্রতি)

বিশ্বরূপেভ্যশ্চ — এবং যাঁরা বিশ্বরূপ বা নানাবিধ রূপ ধারণ করেন তাঁদের **বো নমো নমো** — আপনাদের বারবার প্রণাম

বিচিত্র রূপধারী এবং বিশ্বরূপীদের বারবার প্রণাম।

মহদ্যুঃ ক্ষুল্লকেভ্যশ্চ বো নমো নমো

রথিভ্যোহরথেভ্যশ্চ বো নমো নমো রথেভ্যঃ ॥ ৪.১॥

মহদ্যুঃ – মহানদের প্রতি **ক্ষুল্লকেভ্যঃ** – ক্ষুদ্রদের প্রতি **চ** – এবং **বো** –
আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।
মহান ও ক্ষুদ্র-সকল রূপের প্রতি প্রণাম।

রথিভ্যঃ – রথী বা রথারোহীদের **অরথেভ্যশ্চ** – এবং রথহীনদের **বো নমো নমো**
– আপনাদের বারবার প্রণাম **রথেভ্যঃ** – রথসমূহকে
রথারূঢ় ও রথবিহীন সকলের প্রতি প্রণাম।

রথপতিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

সেনাভ্যঃ সেননিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

রথপতিভ্যশ্চ – এবং রথস্বামীদের বা রথপতিদের **বো নমো নমঃ** – আপনাদের
বারবার প্রণাম

সেনাভ্যঃ – সেনাসমূহকে **সেননিভ্যশ্চ** – এবং সেনাপতিদের **বো নমো নমঃ** –
আপনাদের বারবার প্রণাম
রথসমূহ এবং রথপতিদের প্রণাম জানাই।
সেনাদল ও সেনাপতিদের প্রণাম।

ক্ষত্ভ্যঃ সঙ্গ্রহীত্ভ্যশ্চ বো নমো নম

স্তম্ভভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

ক্ষত্ভ্যঃ – রক্ষকদের প্রতি **সঙ্গ্রহীত্ভ্যঃ** – To those who gather
(those who collect or assemble). **চ** – এবং **বো** –
আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।
রক্ষক ও সংগ্রাহকদের _____ প্রতি প্রণাম।

স্তম্ভভ্যঃ – কাঠখোদাইকারীদের প্রতি To the carpenters. **রথকারেভ্যঃ** –
এবং রথ নির্মাতাদের প্রতি **চ** – এবং **বো** – আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার
প্রণাম।
কারিগর ও রথ নির্মাতাদের প্রতি প্রণাম।

কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

পুঞ্জিষ্টেভ্যো নিষাদেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

কুলালেভ্যঃ – [To the potters.](#) (a person who makes dishes, plates, and other objects from clay, usually by hand on a special wheel) **কর্মারেভ্যঃ** – লৌহকারদের প্রতি [To the blacksmiths.](#) **চ** – এবং **বো** – আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।

কুমোর ও লৌহকারদের প্রতি প্রণাম।

পুঞ্জিষ্টেভ্যঃ – পক্ষীধরদের প্রতি **নিষাদেভ্যঃ** – বনবাসী শিকারিদের প্রতি ([a class of hunters or forest dwellers](#)) **চ** – এবং **বো** – আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।

পক্ষীধর ও বনবাসী শিকারিদের প্রতি প্রণাম।

ইষুকৃদ্যো ধন্বকৃদ্যশ্চ বো নমো নমো

মৃগযুভ্যঃ শ্বনিভ্যশ্চ বো নমো নমঃ

শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ৪.২॥

ইষুকৃদ্যঃ – বাণনির্মাতাদের প্রতি **ধন্বকৃদ্যঃ** – ধনুকনির্মাতাদের প্রতি **চ** – এবং **বো** – আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।
বাণ ও ধনুকনির্মাতাদের প্রতি প্রণাম।

মৃগযুভ্যঃ – শিকারিদের প্রতি **শ্বনিভ্যঃ** – কুকুরপালকদের প্রতি **চ** – এবং **বো** – আপনাদের **নমঃ নমঃ** – বারংবার প্রণাম।
শিকারি ও কুকুরপালকদের প্রতি প্রণাম।

শ্বভ্যঃ – কুকুরদের প্রতি **শ্বপতিভ্যঃ** – কুকুরাধিপতিদের প্রতি **চ** – এবং **বো** – আপনাদের **নমঃ** – প্রণাম।
কুকুর ও কুকুরাধিপতিদের প্রতি প্রণাম।

তীর ও ধনুক নির্মাতাদের প্রণাম। পশু শিকারী ও কুকুর পালকদের প্রণাম। কুকুরদের এবং কুকুরদের স্বামীদেরও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

নমো ভবায় চ রুদ্রায় চ নমঃ শর্বায় চ পশুপতয়ে চ
নমো নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ
নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ
নমঃ সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ
নমো গিরিশায় চ শিপিবিস্টায় চ

নমঃ – প্রণাম ভবায় – ভবস্বরূপকে চ – এবং রুদ্রায় – রুদ্ররূপকে চ –
প্রণাম শর্বায় – সংহারককে চ – এবং পশুপতয়ে – পশুপতিকে চ – প্রণাম।
সৃষ্টির উৎস ভব এবং সংহারক রুদ্রকে প্রণাম। বিনাশকারী শর্ব এবং সকল জীবের অধিপতি
পশুপতিকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম নীলগ্রীবায় – নীলকণ্ঠকে চ – এবং শিতিকণ্ঠায় – শুভ্রকণ্ঠকে
চ – প্রণাম।
নীলকণ্ঠ এবং শিতিকণ্ঠকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম কপর্দিনে – জটাধারীকে চ – এবং ব্যুপ্তকেশায় – কেশহীনের
প্রতি চ – প্রণাম।
জটাধারী ও মুণ্ডিতকেশ-উভয় রূপের প্রতিই প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম সহস্রাক্ষায় – সহস্রনয়নকে চ – এবং শতধন্বনে –
শতধনুকধারীকে চ – প্রণাম।
সহস্রদৃষ্টি ও বহুধনুকধারী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম গিরিশায় – গিরীশ বা পর্বতনিবাসীর প্রতি [To the lord of
the mountains \(another title of Shiva\)](#). চ – এবং
শিপিবিস্টায় – সর্বব্যাপীকে চ – প্রণাম।
পাহাড়ের অধিপতির ও সর্বত্র অধিষ্ঠিত প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমো মীতুষ্ঠমায় চেষুমতে চ নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ
নমো বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ
নমো বৃদ্ধায় চ সংবৃদ্ধনে চ ॥ ৫.১॥

নমঃ – প্রণাম মীতুষ্ঠমায় – পরম বরদাতাকে (সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তির (আশীর্বাদদাতা হিসেবে শিবের) প্রতি।) চ – এবং ইষুমতে – বাণধারীকে চ –
নমঃ – প্রণাম হ্রস্বায় – ক্ষুদ্ররূপকে – বামন বা খাটো ব্যক্তির (শিবের আরেকটি রূপ) প্রতি। চ – এবং বামনায় – ছোটটির প্রতি (সম্ভবত শিবের নম্র বা ক্ষুদ্র রূপের প্রতি ইঙ্গিত করে)। চ – প্রণাম।
বরদাতা ও বাণধারী, ক্ষুদ্র ও বামন – সকল রূপের প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বৃহতে – মহত্তমকে চ – এবং বর্ষীয়সে – অতিবৃহৎকে চ –
প্রণাম।
মহৎ ও অতিমহৎ রূপের প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বৃদ্ধায় – প্রাচীনকে চ – এবং সংবৃদ্ধনে – সদা-বর্ধমানকে চ –
প্রণাম। (representing constant evolution or expansion)
প্রাচীন ও চিরবর্ধমান প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমো অগ্রিয়ায় চ প্রথমায় চ নম আশবে চাজিরায়ে চ

নমঃ শীঘ্রিয়ায় চ শীভ্যায় চ

নম্ উর্ম্যায় চাবস্বন্যায় চ

নমঃ স্রোতস্যায় চ দ্বীপ্যায় চ ॥ ৫.২ ॥

নমঃ – প্রণাম অগ্রিয়ায় – অগ্রগণ্যকে (অগ্রবর্তী বা শ্রেষ্ঠের প্রতি) চ – এবং
প্রথমায় – আদিকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম আশবে – দ্রুতগামীর প্রতি চ –
এবং আজিরায়ে – অতিদ্রুতকে চ – প্রণাম।
অগ্রগণ্য, আদি ও দ্রুতগামী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শীঘ্রিয়ায় – অতি দ্রুতগামী বা শীঘ্রগামীর প্রতি চ – এবং শীভ্যায় –
কল্যাণদাতাকে চ – প্রণাম।
ত্বরিত ও কল্যাণদায়ী রূপের প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম উর্ম্যায় – তরঙ্গরূপকে To the one who is the wave
(symbolizing the flow of life or nature). চ – এবং
আবস্বন্যায় – জলনিবাসীকে To the one who dwells in water
(Shiva as the essence of all liquids). চ – প্রণাম।
তরঙ্গ ও জলের মধ্যে বিরাজমান প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম স্রোতস্যায় – প্রবাহরূপকে চ – এবং দ্বীপ্যায় – দ্বীপবাসীকে চ
– প্রণাম।

প্রবাহ ও দ্বীপে অধিষ্ঠিত সর্বব্যাপী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ পূর্বজায় চাপরজায় চ
নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায় চ নমো জঘন্যায় চ বুদ্ধিয়ায় চ
নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্যায় চ

নমঃ – প্রণাম জ্যেষ্ঠায় – জ্যেষ্ঠরূপকে চ – এবং কনিষ্ঠায় – কনিষ্ঠরূপকে চ –
– প্রণাম।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ-উভয় রূপের প্রতিই প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম পূর্বজায় – পূর্বজকে চ – এবং অপরজায় – অপরজকে চ –
– প্রণাম।

পূর্বে জন্মানো ও পরে জন্মানো-উভয় রূপের প্রতিই প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম মধ্যমায় – মধ্যবর্তীকে চ – এবং অপগল্ভায় –
অপরিণতরূপকে চ – প্রণাম।

মধ্যবর্তী ও অপরিণত রূপের প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম জঘন্যায় – অস্তিমকে চ – এবং বুদ্ধিয়ায় – মূলভূমিতে
অধিষ্ঠিতকে [To the one at the foundation \(Shiva as the](#)
[root or base of all things\)](#). চ – প্রণাম।

অস্তিম ও ভিত্তিস্বরূপ প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম সোভ্যায় – যিনি দ্রুতগতিসম্পন্ন তাঁকে চ – এবং প্রতিসর্যায় –
যিনি প্রতিকূল দিকে গমন করেন বা প্রতিরোধ করেন তাঁকে চ – প্রণাম।

ক্ষিপ্ৰগতি ও প্রতিরোধকারী রূপকে প্রণাম।

নমো যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ নম উর্বর্যায় চ খল্যায় চ

নমঃ শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ

নমঃ শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ ॥ ৬.১॥

নমঃ – প্রণাম যাম্যায় – মৃত্যুর অধিপতি বা যম রূপকে চ – এবং ক্ষেম্যায় –
কল্যাণদাতাকে চ – প্রণাম।

মৃত্যুর অধিপতি ও শান্তি ও কল্যাণদায়ী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম উর্বর্যায় – উর্বর শস্যভূমিতে অবস্থানকারীকে চ – এবং খল্যায় –
অনুর্বর বা পতিত ভূমিতে অবস্থানকারীকে চ – প্রণাম।

উর্বর শস্যভূমি ও অনুর্বর ভূমিতে অবস্থানকারী রূপকে প্রণাম;

নমঃ – প্রণাম শ্লোক্যায় – স্তবনীয়কে (যিনি প্রশংসিত বা স্তুতিযোগ্য তাঁকে) চ – এবং অবসান্যায় – অন্তিমকে চ – প্রণাম।
স্তবনীয় ও অন্তিমরূপ প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বন্যায় – অরণ্যবাসীকে চ – এবং কক্ষ্যায় – পরিবেষ্টিত স্থান বা উদ্যানে অবস্থানকারীকে চ – প্রণাম।
অরণ্য ও সীমান্তে বিরাজমান প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শ্রবায় – শ্রবণকারীকে চ – এবং প্রতিশ্রবায় – প্রতিধ্বনিস্বরূপকে To the one who echoes (Shiva as the reverberation of all sounds). চ – প্রণাম।
শ্রবণ ও প্রতিধ্বনিস্বরূপ প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নম আশুষেণায় চাশুরথায় চ নমঃ শূরায় চাবভিন্দতে চ
নমো বর্মিণে চ বরুথিনে চ নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ

নমঃ শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ ॥ ৬.২॥

নমঃ – প্রণাম আশুষেণায় – দ্রুতগামী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ককে চ – এবং আশুরথায় – দ্রুতরথারূঢ়কে To the one who rides fast chariots চ – প্রণাম।
দ্রুতগামী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক এবং দ্রুতগামী রথীকে প্রণাম;

নমঃ – প্রণাম শূরায় – বীর বা বলবানকে চ – এবং অবভিন্দতে – যিনি শত্রু বিনাশ বা বিদীর্ণ করেন তাঁকে চ – প্রণাম।
বীর এবং শত্রু বিনাশকারীকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বর্মিণে – বর্ম পরিহিতকে চ – এবং বরুথিনে – রক্ষাকবচ ধারীকে (যিনি ঢাল বা বরুথ দ্বারা রক্ষা করেন তাঁকে) চ – প্রণাম।
বর্ম ও রক্ষাকবচধারী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বিল্মিনে – To the one who wears a helmet. চ – এবং কবচিনে – কবচধারীকে চ – প্রণাম।
শিরস্ত্রাণ ও কবচধারী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শ্রুতায় – প্রসিদ্ধকে (যিনি প্রখ্যাত বা সুপরিচিত তাঁকে) চ – এবং শ্রুতসেনায় – প্রসিদ্ধসেনাপতিকে চ – প্রণাম।
প্রসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধসেনার অধিপতির প্রতি প্রণাম।

নমো দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চ নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ
নমো দূতায় চ প্রহিতায় চ নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে চ
নমস্তীক্ষ্ণেষবে চায়ুধিনে চ নমঃ স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ
নমঃ স্রুতায় চ পথ্যায় চ নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ
নমঃ সৃদ্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদ্যায় চ বৈশন্তায় চ ॥

৭.১৥

নমঃ – প্রণাম দুন্দুভ্যায় – দুন্দুভিনাদস্বরূপকে (বা ঢাকের মতো নাদ করেন) চ –
এবং আহনন্যায় – সংহারকারীকেও (যিনি প্রহার করেন বা বিনাশ করেন) চ –
প্রণাম নমঃ – প্রণাম ধৃষ্ণবে – সাহসীকে (নির্ভীককে) চ – এবং প্রমৃশায় –
স্পর্শকারীকে To the one who touches or feels (possibly referring to Rudra's presence in all things). চ –
প্রণাম।

যিনি দুন্দুভিবৎ গম্ভীর নাদকারী এবং যিনি প্রহারকর্তা, তাঁকে প্রণাম। সাহসী এবং সর্বব্যাপী (সর্বস্পর্শী) প্রভুকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম দূতায় – দূতরূপকে চ – এবং প্রহিতায় – যিনি বার্তা প্রেরণ করেন
তাঁকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম নিষঙ্গিণে – খড়্গধারীকে চ – এবং ইষুধিমতে
– তৃণধারীকে চ – প্রণাম।

বার্তাবাহক এবং প্রেরককে প্রণাম। খড়্গধারী এবং তৃণধারীকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম তীক্ষ্ণেষবে – তীক্ষ্ণবাণধারীকে চ – এবং আয়ুধিনে – বিবিধ
অস্ত্রধারীকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম স্বায়ুধায় – শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর অস্ত্রধারীকে চ
– এবং সুধন্বনে – সুন্দর ধনুক ধারীকে চ – প্রণাম।

তীক্ষ্ণ বাণধারী এবং অস্ত্রধারীকে প্রণাম। শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী এবং সুন্দর ধনুকধারীকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম স্রুতায় – নদীপ্রবাহে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং পথ্যায় – পথসমূহে
অধিষ্ঠিতকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম কাট্যায় – কণ্টকস্থানে অধিষ্ঠিতকে
(ঝোপঝাড়ের অবস্থানকারীকে) চ – এবং নীপ্যায় – নীচভূমিতে অধিষ্ঠিতকে চ –
প্রণাম।

জলধারা এবং পথে অবস্থানকারীকে প্রণাম। ঝোপঝাড় এবং নিচু স্থানে অবস্থানকারীকে
প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম সূদ্যায় – হৃদে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং সরস্যায় – সরোবরে
অধিষ্ঠিতকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম নাদ্যায় – প্রবাহমান নদীতে অধিষ্ঠিতকে
চ – এবং বৈশন্ত্যায় – স্থিরজলে অধিষ্ঠিতকে চ – প্রণাম।
হৃদ, সরোবর, প্রবাহমান ও স্থিরজলে বিরাজমান প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ নমো বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ
নমো মেঘ্যায় চ বিদ্যুতায় চ নম ঈশ্রিয়ায় চাতপ্যায় চ
নমো বাত্যায় চ রেখিয়ায় চ
নমো বাস্তুব্যায় চ বাস্তুপায় চ ॥ ৭.২ ॥

নমঃ – প্রণাম কূপ্যায় – কুয়োর জলে অবস্থানকারীকে চ – এবং আবট্যায় –
জলাধারে অধিষ্ঠিতকে [To the one who resides in water tanks](#)
চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম বর্ষ্যায় – বর্ষাস্থানে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং অবর্ষ্যায়
– অনাবৃষ্টিস্থানে অধিষ্ঠিতকে চ – প্রণাম।
কুয়োর জল এবং জলাধারে অবস্থানকারীকে প্রণাম। বৃষ্টিবহুল স্থান এবং বৃষ্টিহীন শুষ্ক স্থানে
অবস্থানকারীকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম মেঘ্যায় – মেঘে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং বিদ্যুতায় – বিদ্যুতে
অধিষ্ঠিতকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম ঈশ্রিয়ায় – দ্রুত প্রবাহমান জলে
অবস্থানকারীকে চ – এবং আতপ্যায় – সূর্যতাপে বা রোদে অবস্থানকারীকে চ –
প্রণাম।
মেঘ এবং বিদ্যুতে অবস্থানকারীকে প্রণাম। প্রবাহমান জল এবং সূর্যতাপে অবস্থানকারীকে
প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বাত্যায় – বায়ুতে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং রেখিয়ায় – ঝড়ে
অবস্থানকারীকে চ – প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম বাস্তুব্যায় – গৃহে অধিষ্ঠিতকে - বাসস্থানে অবস্থানকারীকে চ – এবং
বাস্তুপায় – গৃহরক্ষককে চ – প্রণাম।
বায়ু এবং ঝড়ে অবস্থানকারীকে প্রণাম। বাসস্থানে অবস্থানকারী এবং বাস্তুর রক্ষাকর্তা রূপে
আপনাকে প্রণাম জানাই।

নমঃ সোমায় চ রুদ্রায় চ নমস্তাম্রায় চারুণায় চ
নমঃ শঙ্কায় চ পশুপতয়ে চ নম উগ্রায় চ ভীমায় চ
নমো অগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ
নমো হন্ত্রে চ হনীয়সে চ নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো
নমস্তারায় নমঃ শম্ভবে চ ময়োভবে চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়ঙ্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ ৮.১॥

নমঃ – প্রণাম সোমায় – যিনি সোম বা দেবসুধা স্বরূপ চ – এবং রুদ্রায় –
রুদ্ররূপকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম তাম্রায় – তাম্রবর্ণকে চ – এবং অরুণায়
– অরুণবর্ণকে চ – প্রণাম।

দেবসুধা স্বরূপ শিব এবং সংহারক রুদ্রকে প্রণাম। তামাটে ও রক্তবর্ণ রুদ্রকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শঙ্কায় – মঙ্গলময় বা শান্ত রূপের প্রতি চ – এবং পশুপতয়ে –
পশুপতিকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম উগ্রায় – ভয়ংকর বা উগ্র রূপের প্রতি চ –
এবং ভীমায় – ভয়াবহকে চ – প্রণাম।

মঙ্গলময় ও পশুপতিকে প্রণাম। উগ্র ও ভীষণ রূপকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম অগ্রেবধায় – যিনি নিকটে থেকে প্রহার করেন চ – এবং দূরেবধায়
– যিনি দূর থেকে প্রহার করেন চ – প্রণাম।

নিকট ও দূর – উভয় স্থান থেকেই কার্যকর প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম হন্ত্রে – সংহারকারীকেই চ – এবং হনীয়সে – সংহারযোগ্যকে চ
– প্রণাম নমঃ – প্রণাম বৃক্ষেভ্যঃ – বৃক্ষসমূহে অধিষ্ঠিতকে চ – হরিকেশেভ্যঃ
– হরিতকেশযুক্ত রূপে অধিষ্ঠিতকে।

সংহারকারী শক্তি ও বৃক্ষসমূহে বিরাজমান প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম তারায় – নক্ষত্রস্বরূপকে (representing Shiva as the
guiding light or the cosmic star). নমঃ – প্রণাম শম্ভবে –
কল্যাণকারীকেই চ – এবং ময়োভবে – আনন্দদাতাকে চ – প্রণাম।

নক্ষত্রস্বরূপ, কল্যাণ ও আনন্দদাতা প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শঙ্করায় – শঙ্কররূপকে চ – এবং ময়ঙ্করায় – সুখপ্রদায়ককে চ
– প্রণাম।

কল্যাণকারী ও সুখদাতা প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শিবায় – শিবরূপকে চ – এবং শিবতরায় – অতিশয় শিবময়কে
চ – প্রণাম।

শিব ও শিবতর–এই দুই কল্যাণময় রূপের প্রতি প্রণাম।

নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ পার্যায় চাবার্যায় চ
নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ নম আতারণ্যায় চালাদ্যায় চ
নমঃ শম্প্যায় চ ফেন্যায় চ নমঃ সিকতায় চ প্রবাহ্যায় চ
॥ ৮.২ ॥

নমঃ – প্রণাম তীর্থ্যায় – পবিত্র তীর্থে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং কূল্যায় –
নদীতটে অধিষ্ঠিতকে চ – প্রণাম।
তীর্থ ও কূলে বিরাজমান প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম পার্যায় – ওপারে বা নদী পারাপারের স্থানে অবস্থানকারীকে To the
one who dwells in crossings (referring to river
crossings or transitions). চ – এবং অবার্যায় – এপারে বা বাধার
(বাঁধ) স্থানে অবস্থানকারীকে To the one who dwells in barriers,
dams, or stops. চ – প্রণাম।
নদীর এপার ও ওপারে অবস্থানকারী রূপকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম প্রতরণায় – পার করানো শক্তিকে চ – এবং উত্তরণায় – যিনি
উদ্ধারে বা মুক্তি পেতে সাহায্য করেন তাঁকে চ – প্রণাম।
পার করানো ও উত্তরণকারী প্রভুর প্রতি প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম আতারণ্যায় – যিনি পার করে দেন বা উত্তীর্ণ করেন তাঁকে চ – এবং
আলাদ্যায় – পথপ্রদর্শককে (যিনি গতির সূচনা করেন বা প্রারম্ভিককে) চ – প্রণাম।
যিনি পার করে দেন এবং গতির সূচনা করেন, তাঁকে প্রণাম।

নমঃ – প্রণাম শম্প্যায় – সবুজ ঘাসে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং ফেন্যায় –
ফেনাস্বরূপকে – জলের ফেনার মধ্যে অবস্থানকারীকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম
সিকতায় – বালুকাময় স্থানে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং প্রবাহ্যায় – প্রবাহস্বরূপকে
চ – প্রণাম।

সবুজ কচি ঘাস এবং জলের ফেনায় অবস্থানকারীকে প্রণাম। বালুচর এবং নদীর প্রবহমান
স্রোতে অবস্থানকারী সত্তাকে প্রণাম জানাই।

নম ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ, নমঃ কিশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ
নমঃ কপর্দিনে চ পুলস্তয়ে চ, নমো গোষ্ঠ্যায় চ গৃহ্যায় চ
নমস্তল্ল্যায় চ গেহ্যায় চ, নমঃ কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ
নমো হৃদয়্যায় চ নিবেষ্প্যায় চ, নমঃ পাংসব্যায় চ
রজস্যায় চ, নমঃ শুষ্ক্যায় চ হরিত্যায় চ, নমো লোপ্যায়
চোলপ্যায় চ ॥ ৯.১॥

নমঃ — প্রণাম ইরিণ্যায় — মরুভূমি বা অনূর্বর ভূমিতে অবস্থানকারীকে চ — এবং
প্রপথ্যায় — পথে বা রাস্তায় অবস্থানকারীকে চ — প্রণাম নমঃ — প্রণাম কিশিলায়
— কঙ্করময় বা পাথুরে স্থানে অবস্থানকারীকে চ — এবং ক্ষয়ণায় — আবাসস্থলে
অধিষ্ঠিতকে চ — প্রণাম।

মরুভূমি ও জনহীন পথে এবং কঙ্করময় স্থান ও বাসস্থানে অবস্থানকারী রূপকে প্রণাম।

নমঃ — প্রণাম কপর্দিনে — জটাধারীকে চ — এবং পুলস্তয়ে — পরম জ্ঞানী কে চ
— প্রণাম নমঃ — প্রণাম গোষ্ঠ্যায় — গোশালা বা পশুদের আশ্রয়স্থলে অবস্থানকারীকে
চ — এবং গৃহ্যায় — গৃহে অধিষ্ঠিতকে চ — প্রণাম।

জটাধারী ও পরম জ্ঞানী রূপে এবং গোশালা ও গৃহে অবস্থানকারী রূপে আপনাকে প্রণাম।

নমঃ — প্রণাম তল্ল্যায় — শয্যা বা শয়নস্থানে অবস্থানকারীকে চ — এবং গেহ্যায় —
পবিত্র বা ব্যক্তিগত স্থানে অবস্থানকারীকে চ — প্রণাম নমঃ — প্রণাম কাট্যায় —
কণ্টকস্থানে অধিষ্ঠিতকে চ — এবং গহ্বরেষ্ঠায় — গুহা বা গুপ্ত স্থানে অবস্থানকারীকে
চ — প্রণাম।

শয্যা ও পবিত্র ব্যক্তিগত স্থানে এবং কাঁটাঝোপ ও গিরি গুহায় অবস্থানকারীকে প্রণাম জানাই।

নমঃ — প্রণাম হৃদয়্যায় — হৃদয়ে অধিষ্ঠিতকে চ — এবং নিবেষ্প্যায় —
নিবাসস্থলে অধিষ্ঠিতকে (জনবসতি বা লোকালয়ে অবস্থানকারীকে) চ — প্রণাম নমঃ —
প্রণাম পাংসব্যায় — কাদাময় স্থানে অধিষ্ঠিতকে চ — এবং রজস্যায় — ধূলিময়
স্থানে অধিষ্ঠিতকে চ — প্রণাম।

হৃদয়ে ও জনবসতিপূর্ণ স্থানে এবং কাদা ও ধূলিকণার মাঝে অবস্থানকারীকে প্রণাম।

নমঃ — প্রণাম শুষ্ক্যায় — শুষ্ক বা মরু স্থানে অবস্থানকারীকে চ — এবং হরিত্যায় —
সবুজ বা উর্বর স্থানে অবস্থানকারীকে চ — প্রণাম নমঃ — প্রণাম লোপ্যায় — নিচু
ভূমিতে অবস্থানকারীকে চ — এবং ওলপ্যায় — গহ্বর অবস্থানকারীকে চ — প্রণাম।
শুষ্ক মরুভূমি ও সবুজ উর্বর ভূমিতে এবং নিচু জমি ও গহ্বরে অবস্থানকারীকে প্রণাম।

নম উৰ্ব্যায় চ সূৰ্য্যায় চ, নমঃ পৰ্ণ্যায় চ পৰ্ণশদ্যায় চ,
নমোঃপগুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ, নম আখ্ৰিদতে চ
প্রখ্ৰিদতে চ, নমো বঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো,
নমো বিক্ষীণকেভ্যো নমো বিচিন্ত্যকেভ্যো, নম
আনিহঁতেভ্যো নম আমীবৎকেভ্যঃ ॥ ৯.২॥

নমঃ – প্রণাম উৰ্ব্যায় – পৃথিবীতে অধিষ্ঠিতকে চ – এবং সূৰ্য্যায় – তরঙ্গে
অবস্থানকারীকে চ – প্রণাম নমঃ – প্রণাম পৰ্ণ্যায় – পল্লবিত বৃক্ষ বা পাতায়
অবস্থানকারীকে চ – এবং পৰ্ণশদ্যায় – পৰ্ণরাশির মাঝে অবস্থানকারীকে চ –
প্রণাম।

পৃথিবী, তরঙ্গ, পত্র ও পত্রাবরণে বিরাজমান প্রভুর প্রতি প্রণাম। (যিনি পাতার মধ্যে
আছেন এবং পাতায় আবৃত (বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি রূপে), তাঁকে নমস্কার।)

নমঃ – প্রণাম অপগুরমাণায় – আক্রমণকারীকেই চ – এবং অভিঘ্নতে –
প্রহারকারীকেই চ – প্রণাম

[Salutations to him who is armed and to him who kills
his enemies](#)

নমঃ – প্রণাম আখ্ৰিদতে – যন্ত্রণাদানকারীকে চ – এবং প্রখ্ৰিদতে – প্রবল
যন্ত্রণাদানকারীকে চ – প্রণাম।

[Salutations to him who troubles a little and to him
who troubles most](#)

আক্রমণ ও প্রহার, যন্ত্রণা ও প্রবল যন্ত্রণারূপ শক্তির প্রতি প্রণাম।

নমো বঃ কিরিকেভ্যো – আপনাদের সেই রূপকে প্রণাম যারা ভক্তদের ওপর
সম্পদ বর্ষণ করেন দেবানাং হৃদয়েভ্যো – এবং যারা দেবতাদের হৃদয়ে (অদৃশ্য
শক্তি হিসেবে) অবস্থান করেন

নমো বিক্ষীণকেভ্যো – দেবতাদের হৃদয়ে অবস্থিত আপনার সেই অবিনশ্বর বা
মৃত্যুহীন রূপকে প্রণাম নমো বিচিন্ত্যকেভ্যো – দেবতাদের হৃদয়ে অবস্থিত
আপনার সেই রূপকে প্রণাম যা ভক্তের সকল ইচ্ছা বা কামনা পূরণ করে

নম আনিহঁতেভ্যো – দেবতাদের হৃদয়ে অবস্থিত আপনার সেই রূপকে প্রণাম যা
সকল পাপ বিনাশ করে নম আমীবৎকেভ্যঃ – দেবতাদের হৃদয়ে অবস্থিত
আপনার সেই রূপকে প্রণাম যা সর্বত্র বিচরণ বা পরিভ্রমণ করে

নমঃ – প্রণাম বঃ – আপনাদের প্রতি **কিরিকেভ্যঃ** – মায়াবী রূপকে **দেবানাং** – দেবতাদের **হৃদয়েভ্যঃ** – হৃদয়স্বরূপ শক্তির প্রতি।

নমঃ – প্রণাম **বিক্ষীণকেভ্যঃ** – ক্ষীণদেহীদের প্রতি / যিনি অতি ক্ষীণ **নমঃ** – প্রণাম **বিচিন্ত্যকেভ্যঃ** – অনুসন্ধানকারীদের প্রতি / যিনি অনুসন্ধানকারী।

নমঃ – প্রণাম **আনির্হতেভ্যঃ** – যিনি অপরাজিত বা অক্ষত তাঁকে **নমঃ** – প্রণাম **আমীবৎকেভ্যঃ** – যিনি অজেয় বা দুর্ভেদ্য তাঁকে

[Salutations to you who are Kirikas \(tricksters or deceivers\), the very hearts of the gods.](#)

ক্ষীণকায় ও অন্বেষণকারী রূপকে প্রণাম। পরিশেষে, যিনি অপরাজিত ও দুর্ভেদ্য, সেই পরমেশ্বরকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

দ্রাপে অন্ধসম্পতে দরিদ্রনীললোহিত ।

এষাং পুরুষাণামেষাং পশূনাং মা ভের্মারো মো এষাং

কিঞ্চনামমং ॥ ১০.১॥

দ্রাপে – হে দুঃখনাশক, ক্লেশনিবারক প্রভু অন্ধসম্পতে – অন্ধ ও পুষ্টির
অধিপতি দরিদ্র – দীনবৎসল ও করুণাময় নীললোহিত – নীলকণ্ঠ ও রক্তবর্ণধারী
প্রভু।

হে দুঃখনাশক, অন্নদাতা, করুণাময় নীললোহিত রুদ্র-আপনাকে প্রণাম।

এষাং – এইসব পুরুষাণাম্ – মানুষের এষাং – এইসব পশূনাম্ – পশুদের মা
– যেন না ভেঃ – আঘাত করেন mā bher: Do not strike. মা –
যেন না অরঃ – বিনাশ করেন মো – কখনোই এষাং – এদের কিঞ্চনাম্ –
কোনো কিছুকে (সম্পত্তি বা পরিবার) অমং – নষ্ট করবেন না।

হে প্রভু, এই মানুষ ও পশুদের যেন আপনি আঘাত না করেন, বিনাশ না
করেন, এবং তাদের কোনো জীবন বা সম্পদ যেন নষ্ট না হয় – এই প্রার্থনা।

যা তে রুদ্র শিবা তনুঃ শিবা বিশ্বাহ ভেষজী ।

শিবা রুদ্রস্য ভেষজী তয়া নো মৃড জীবসে ॥ ১০.২॥

যা – যে তে – আপনার রুদ্র – হে রুদ্র শিবা – কল্যাণময় তনুঃ – দেহ বা
রূপ শিবা – মঙ্গলময় বিশ্বাহ – সমগ্র জগৎব্যাপী ভেষজী – রোগনাশক ও
চিকিৎসাস্বরূপ।

হে রুদ্র, আপনার যে কল্যাণময় দেহ ও রূপ সমগ্র জগতের জন্য ঔষধস্বরূপ –
তাকে প্রণাম।

শিবা – কল্যাণময় রুদ্রস্য – রুদ্রের ভেষজী – আরোগ্যদায়িনী শক্তি তয়া –
সেই রূপের দ্বারা নঃ – আমাদের মৃড – সুখী করুন, কৃপা করুন জীবসে –
জীবনের জন্য, দীর্ঘায়ুর জন্য।

হে প্রভু, আপনার সেই কল্যাণময় আরোগ্যদায়ী শক্তির দ্বারা আমাদের সুখী করুন
এবং সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন।

ইমাংরুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায প্রভরামহে মতিম্ ।

যথা নঃ শমসদ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে

আস্মিন্ননাতুরম্ ॥ ১০.৩॥

ইমাম্ — এই রুদ্রায় — রুদ্রের উদ্দেশ্যে তবসে — মহাশক্তিশালীকে কপর্দিনে — জটাধারীকে ক্ষয়দ্বীরায — যিনি শত্রু বীরদের বিনাশকারী (বা বীরদের শাসক) তাঁর প্রতি প্রভরামহে — আমরা নিবেদন করি মতিম্ — আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তা।

আমরা সেই শক্তিশালী, জটাধারী এবং শত্রুবীরদের বিনাশকারী রুদ্রের প্রতি আমাদের ভক্তিয়ুক্ত স্তুতি বা মন সমর্পণ করছি।

যথা — যাতে নঃ — আমাদের জন্য শমসং — শান্তি স্থাপিত হয় দ্বিপদে — দুই-পদবিশিষ্ট জীবদের মধ্যে (humans) চতুষ্পদে — চার-পদবিশিষ্ট জীবদের মধ্যে (animals) বিশ্বম্ — সমস্ত কিছু পুষ্টম্ — পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয় viśvaṃ puṣṭam: May everything prosper. গ্রামে — এই গ্রামে আস্মিন্ — এই স্থানে অনাতুরম্ — রোগমুক্ত ও কষ্টহীন।

যেন এই গ্রামে মানুষ ও পশু-সকলেই শান্তিতে থাকে, সুস্থ থাকে, এবং সর্বদিক থেকে সমৃদ্ধ হয়।

মৃডা নো রুদ্রোতনো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায নমসা বিধেম তে

।

যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরায়জে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র
প্রণীতৌ ॥ ১০.৪॥

মৃডা — আমাদের সুখী করুন নঃ — আমাদের রুদ্র — হে রুদ্র উত — এবং নঃ — আমাদের ময়স্কৃধি — আনন্দ প্রদান করুন ক্ষয়দ্বীরায — শত্রু বীরদের বিনাশকারীকে নমসা — প্রণামের দ্বারা বিধেম — আমরা পূজা করি তে — আপনাকে।

হে রুদ্র, আমাদের সুখ ও আনন্দ দান করুন। হে দুষ্টনাশক প্রভু, আমরা প্রণামের মাধ্যমে আপনাকে পূজা করি।

যচ্ছং — কল্যাণ ও রক্ষা চ — এবং যোঃ (যোশ্চ) — মঙ্গল ও পরিচালনা মনুরায়জে — মনু ও পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রাপ্ত (মনুঃ — মনু (মানবজাতির পিতা) আয়জে — লাভ করেছিলেন) পিতা — পিতৃগণ তৎ — সেইসব অশ্যাম — আমরা লাভ করি তব — আপনার রুদ্র — হে রুদ্র প্রণীতৌ — আপনার পরিচালনায়।

হে রুদ্র, মনু ও পূর্বপুরুষরা আপনার নেতৃত্বে যে কল্যাণ ও সুরক্ষা লাভ করেছিলেন, আমরাও যেন তা লাভ করতে পারি।

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং

মা ন উক্ষন্তমুত মা ন উক্ষিতম্ ।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং প্রিয়া মা

নস্তনুবো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ১০.৫॥

মা — যেন না নঃ — আমাদের মহান্তম্ — বয়োজ্যেষ্ঠদের উত — এবং মা — যেন না নঃ — আমাদের অর্ভকম্ — শিশুদের মা — যেন না নঃ — আমাদের উক্ষন্তম্ — বলবান পশুদের **Our cattle (bulls or oxen)**. উত — এবং মা — যেন না নঃ — আমাদের উক্ষিতম্ — গাভীদের **Our cows**. হে প্রভু, আমাদের বৃদ্ধ, শিশু, বলবান পশু ও গাভীদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

মা — যেন না নঃ — আমাদের বধীঃ — আপনি হত্যা করেন **mā no vadhiḥ: Do not kill**. পিতরম্ — পিতাকে মোত — অথবা মাতরম্ — মাতাকে প্রিয়া — প্রিয়জনদের মা — যেন না নঃ — আমাদের তনুবঃ — দেহসমূহকে **priyā mā nastanuvo: Do not harm our beloved bodies**. রুদ্র — হে রুদ্র রীরিষঃ — কষ্ট দেন বা আহত করেন। **rudra rīriṣaḥ: O Rudra, do not hurt us**. হে রুদ্র, আমাদের পিতা-মাতা, প্রিয়জন ও দেহের প্রতি যেন আপনি কোনো ক্ষতি না করেন।

মানন্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু

মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ ।

বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতোহবধীর্হবিষ্মন্তো

নমসা বিধেম তে ॥ ১০.৬॥

মা — যেন না নঃ — আমাদের তোকে — সন্তানদের তনয়ে — উত্তরাধিকারীদের মা — যেন না নঃ — আমাদের আয়ুষি — আয়ুতে মা — যেন না নঃ — আমাদের গোষু — গাভীদের মধ্যে মা — যেন না নঃ — আমাদের অশ্বেষু — অশ্বদের মধ্যে রীরিষঃ — কোনো ক্ষতি করেন।

হে প্রভু, আমাদের সন্তান, আয়ু, গাভী ও অশ্ব – এই সবকিছুর যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

বীরান্ – বীরদের মা – যেন না নঃ – আমাদের রুদ্র – হে রুদ্র **mā no rudra:** O Rudra, do not harm us. ভামিতঃ – ভয়ংকর প্রভু অবধীঃ – বধ করবেন না **avadhīḥ:** Do not kill. হবিষ্মন্তঃ – যজ্ঞকারীদের **haviṣmanto:** We who offer sacrifices. নমসা – প্রণামের দ্বারা বিধেম – আমরা পূজা করি তে – আপনাকে।
হে ভয়ংকর রুদ্র, আমাদের বীরদের যেন আপনি হত্যা না করেন। আমরা যজ্ঞ ও প্রণামের মাধ্যমে আপনাকে পূজা করি।

আরাতে গোঘ্ন উত্ত পুরুষম্বে ক্ষয়দ্বীরায়

সুন্নমস্মে তে অস্তু ।

রক্ষা চ নো অধি চ দেব ব্রহ্মথা চ নঃ

শর্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০.৭॥

আরাতে – আমাদের থেকে দূরে রাখুন গোঘ্নে – গো-হত্যাকারী বা গবাদি পশু বিনাশকারী রূপ উত্ত – এবং পুরুষম্বে – মানুষ বিনাশকারী রূপ ক্ষয়দ্বীরায় – দুষ্টনাশক প্রভু **kṣayadvīrāya:** O destroyer of enemies. সুন্নম্ – কল্যাণ ও আশীর্বাদ অস্মে – আমাদের জন্য তে – আপনার অস্তু – যেন হয়।
হে দুষ্টনাশক রুদ্র, গোহন্তা ও মনুষ্যহন্তারূপ যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে, আর আপনার কল্যাণ আমাদের প্রাপ্ত হয়।

O Rudra, far from us be the killer of cows and men.
May we receive your blessings, O destroyer of enemies.

রক্ষা – রক্ষা করুন চ – এবং নঃ – আমাদের অধি – _____ চ – এবং **adhi ca:** And bless us. দেব – হে দেবতা ব্রহ্মি – আমাদের নির্দেশ দিন **brūhi:** Speak (command us). অথ – এবং নঃ – আমাদের শর্ম – শান্তি ও আশ্রয় যচ্ছ – দান করুন দ্বিবর্হাঃ – দ্বিধনুক ধারী প্রভু।

dvibarhāḥ: O wielder of two bows.

হে দেব, আমাদের রক্ষা করুন, পথ প্রদর্শন করুন, শান্তি ও আশ্রয় দান করুন, হে দ্বিধনুকধারী রুদ্র।

Protect us and bless us, O god, and grant us peace, O wielder of two bows.

স্তুহি শ্রুতং গর্তসদং যুবানং মৃগন ভীমমুপহত্নুগ্রম্ ।

ম্রুডা জরিত্রে রুদ্র স্তবানো অন্যন্তে

অস্মন্নিবপন্তু সেনাঃ ॥ ১০.৮॥

স্তুহি – স্তব করো, প্রশংসা করো শ্রুতম্ – বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধকে গর্তসদম্ –
গুহাবাসীকে যুবানম্ – যুবকস্বরূপকে মৃগন – বন্যপশুর ন্যায় ভীমম্ –
ভয়ংকরকে উপহত্নুম্ – সংহারকারীকে উগ্রম্ – প্রবল ও প্রচণ্ডকে।
প্রসিদ্ধ, গুহাবাসী, যুবকস্বরূপ, বন্যপশুর ন্যায় ভয়ংকর ও প্রবল রুদ্রের স্তব
করো।

Praise the renowned one, who sits in the cave, who is
youthful and terrifying like a wild beast, who
strikes down fiercely.

হে মন! রথে বসে থাকা এবং আমাদের হৃদয়ে (আত্মরূপে) বিখ্যাত যুবকের
মতো তাঁর প্রশংসা করো; যিনি পাপীদের জন্য বন্য পশুর মতো হিংস্র
থাকেন এবং অবশেষে তাদের ধ্বংস করেন। হে রুদ্র! তোমার প্রশংসা করে,
আমাদের প্রতি করুণা করো। তোমার রুদ্রগণ পাপীদের ধ্বংস করুক,
আমাদের (পুণ্যবানদের) নয়।

ম্রুডা – সুখী করো বা কৃপা করো জরিত্রে – ভক্তের প্রতি রুদ্র – হে রুদ্র স্তবানঃ
– (আমার দ্বারা) স্তুত হয়ে অন্যন্তে – অন্যদের অস্মন্নিবপন্তু – আমাদের থেকে
দূরে নিক্ষেপ করুন সেনাঃ – সেনাবাহিনী। (অস্মৎ – আমাদের থেকে নিবপন্তু –
পতিত হোক বা বিনাশ করুক সেনাঃ – সেনাদলসমূহ) **senāḥ: Your armies.**
হে রুদ্র, আমার দ্বারা স্তুত হয়ে আপনি এই স্তবকারীকে (আমাকে) সুখী করুন। আপনার
সেনাদল আমাদের ছেড়ে অন্যদের (অর্থাৎ শত্রুদের) ওপর পতিত হোক বা তাদের বিনাশ
করুক।

Be gracious, O Rudra, to your worshipper. May your
armies strike down our enemies.

পরিণো রুদ্রস্য হেতিবৃণক্তু পরি ত্বেষস্য দুর্মতিরঘাযোঃ ।

অব স্থিরা মঘবদ্যন্তনুষ মীঢ়বন্তোকায়

তনয়ায় ম্ৰুডয় ॥ ১০.৯॥

পরিণো – আমাদের থেকে দূরে ফিরিয়ে দাও (এড়িয়ে যাক) রুদ্রস্য – রুদ্রের
হেতিঃ – অস্ত্র বৃণক্তু – বর্জন করুক (বা আমাদের রক্ষা করুক) পরি – চারদিক
থেকে ত্বেষস্য – উগ্র রুদ্রের tveṣasya: The fierce one's. দুর্মতিঃ –
ক্রোধ ও কোপ বা অনিষ্টকর চিন্তা অঘাযোঃ – অকল্যাণকর শক্তির।
রুদ্রের অস্ত্র আমাদের থেকে দূরে থাকুক, উগ্র রুদ্রের অকল্যাণকর ক্রোধ আমাদের
স্পর্শ না করুক।

May the weapons of Rudra be turned away from us, may
the harsh thoughts of the fierce one be turned away
from us.

অব – দয়া করে স্থাপন করো স্থিরা – দৃঢ়ভাবে ava sthirā: Make firm
(দৃঢ়). মঘবদ্যন্তঃ – দানশীল ও সমৃদ্ধদের জন্য maghavadbhyas: For
the bountiful.

তনুষ – বিস্তার করো, প্রসারিত করো tanuṣva: Extend your
blessings. মীঢ়বঃ – হে করুণাময় স্তোকায় – সন্তানের জন্য
stokāya: For our sons. তনয়ায় – বংশধরের জন্য tanayāya:
For our children. ম্ৰুডয় – কৃপা করো, আনন্দ দাও।
হে করুণাময় রুদ্র, আমাদের উপর আপনার কৃপা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করুন,
আমাদের সন্তান ও বংশধরদের কল্যাণ ও সুখ দান করুন।

মীঢ়ুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব ।

পরমে ব্রহ্ম আয়ুধং নিধায় কৃতিং বসান

আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি ॥ ১০.১০॥

মীঢ়ুষ্টম – হে সর্বাধিক দয়ালু শিবতম – হে সর্বাধিক কল্যাণময় শিবঃ নঃ –
আমাদের প্রতি শুভ হও সুমনা ভব – প্রসন্ন হও, কৃপাশীল হও।
হে সর্বাধিক দয়ালু ও কল্যাণময় রুদ্র, আমাদের প্রতি প্রসন্ন ও কৃপাশীল হোন।

পরমে – সর্বোচ্চ বৃক্ষ – বৃক্ষে [parame vrukṣa: On the highest tree.](#) আয়ুধং – অস্ত্র নিধায় – রেখে কৃতিং – ব্যাঘ্রচর্ম বসান – পরিধান করে আচর – এগিয়ে এসে / আসুন বা আগমন করুন পিনাকং – পিনাক ধনুক বিভ্রং – ধারণ করে আগহি – (আমাদের সামনে) উপস্থিত হোন
হে প্রভু, আপনার অস্ত্র সর্বোচ্চ বৃক্ষে রেখে, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করে, পিনাক ধনুক ধারণ করে আমাদের নিকট কৃপাসহ আগমন করুন।

দয়া করে আপনার সমস্ত অস্ত্র সর্বোচ্চ বৃক্ষে স্থাপন করুন, আপনার বাঘের চামড়া পরিধান করুন এবং আপনার পিনাক নিয়ে আমাদের কাছে আসুন, আপনার হাতে অলংকার হিসেবে (তীর দিয়ে নয়)।

বিকিরিদ বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ ।

যাস্তে সহস্রংহেতয়োহন্যমস্মান্নিবপন্তু তাঃ ॥ ১০.১১॥

বিকিরিদ – হে বিপদ ভঞ্জনকারী (বা ধনবর্ষণকারী) / বিক্ষিপ্তকারী বিলোহিত – হে বিশেষ রক্তবর্ণবিশিষ্ট প্রভু নমস্তে – আপনাকে প্রণাম অস্তু – হোক ভগবঃ – হে ভগবান বা ঐশ্বর্যশালী প্রভু

যাঃ – যে সকল তে – আপনার সহস্রং – হাজার হাজার হেতয়ঃ – অস্ত্রসমূহ অন্যম্ – অন্যকে (অর্থাৎ আমাদের শত্রুকে) অস্মান্ – আমাদের থেকে দূরে নিবপন্তু – নিক্ষেপ করো তাঃ – সেগুলি

হে ভগবান! ধন-সম্পদের বিচ্ছুরক এবং লালবর্ণের অধিকারী, তোমাকে প্রণাম।
তোমার অসংখ্য তীর আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করুক, আমাদের নয়।

সহস্রাণি সহস্রধা বাহুবোস্তব হেতয়ঃ ।

তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি ॥ ১০.১২॥

সহস্রাণি – হাজার হাজার সহস্রধা – অসংখ্য রূপে বাহুবোঃ – আপনার বাহুতে তব – আপনার হেতয়ঃ – অস্ত্রসমূহ

আপনার বাহুতে অসংখ্য রূপে হাজার হাজার অস্ত্র রয়েছে। [Your arms hold thousands upon thousands of weapons.](#)

তাসাম্ – সেই অস্ত্রগুলোর ঈশানঃ – হে অধিপতি ভগবঃ – হে ভগবান
পরাচীনা – বিমুখ বা উল্টো দিকে (আমাদের বিপরীত দিকে) [parācīnā mukhā: Turn their faces.](#) মুখা – মুখ কৃধি – করে দাও [kṛdhi: Make them face away.](#)

হে ধন্য, সকলের প্রভু, আমাদের থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নাও।

হে প্রভু! তোমার হাতে অসংখ্য এবং বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র আছে। হে প্রভু! দয়া করে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দাও।

সহস্রাণি সহস্রশো যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্ ।

তেষাংসহস্রযোজনেহবধন্বানি তন্মসি ॥ ১১.১॥

সহস্রাণি – হাজার হাজার সহস্রশঃ – সহস্র প্রকারে বা অসংখ্য যে – যে সকল
রুদ্রাঃ – রুদ্রগণ অধি – উপরে বা বুকে ভূম্যাম্ – পৃথিবীর

পৃথিবীতে সহস্র সহস্র রুদ্র বিদ্যমান।

তেষাম্ – তাঁদের (সেই রুদ্রগণের) সহস্রযোজনে – সহস্র যোজন (বহু) দূরে
অবধন্বানি – ধনুকগুলি (অবরুঢ় বা জ্যা-মুক্ত করে) তন্মসি – আমরা ত্যাগ করি
বা স্থাপন করি (নিরস্ত্র করি)

আমরা তাদের কাছে প্রার্থনা করি যেন তারা তাদের ধনুকগুলো আমাদের থেকে
অনেক দূরে রাখে।

অস্মিন্ মহত্যাৰ্ণবেহন্তুরিক্ষে ভবা অধি ॥ ১১.২॥

নীলগ্ৰীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শৰ্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ ॥ ১১.৩॥

অস্মিন্ – এইতে বা এতে মহত্যাৰ্ণবে – বিশাল সাগরের ন্যায় বিস্তৃত স্থানে
মহতি – বিশাল বা মহান অৰ্ণবে – সমুদ্রে (এখানে সমুদ্রতুল্য বিশাল আকাশ বা
অন্তরীক্ষকে বোঝাচ্ছে) অন্তরিক্ষে – আকাশমণ্ডলে বা অন্তরীক্ষে ভবাঃ অধি –
আপনি অবস্থান করেন বা বিরাজ করেন **bhavā adhi: You dwell.**

এই মহৎ ও বিস্তৃত অন্তরীক্ষরূপী মহাসাগরে ভগবান রুদ্র বিরাজমান আছেন।

নীলগ্ৰীবাঃ – নীলকণ্ঠবিশিষ্ট রুদ্রগণ শিতিকণ্ঠাঃ – শুভ্রকণ্ঠ বা উজ্জ্বল কণ্ঠবিশিষ্ট
রুদ্রগণ শৰ্বাঃ – সংহারক রুদ্ররূপগণ অধঃ – নীচে ক্ষমাচরাঃ – পৃথিবীতে
বিচরণকারী

নীলকণ্ঠ, শুভ্রকণ্ঠ ও সংহাররূপী রুদ্রগণ পৃথিবীর নীচে সর্বত্র বিচরণ করে সকল
স্থানে অবস্থান করছেন।

নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবংরুদ্রা উপশ্রিতাঃ ॥ ১১.৪॥

যে বৃক্ষেষু সস্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ ॥ ১১.৫॥

নীলগ্রীবাঃ – নীলকণ্ঠবিশিষ্ট রুদ্রগণ শিতিকণ্ঠাঃ – শুভ্রকণ্ঠ বা উজ্জ্বল কণ্ঠবিশিষ্ট রুদ্রগণ দিবংরুদ্রাঃ – আকাশস্থিত রুদ্রগণ উপশ্রিতাঃ – আশ্রয় গ্রহণকারী বা অবস্থানকারী

নীলকণ্ঠ ও শুভ্রকণ্ঠবিশিষ্ট রুদ্রগণ আকাশলোকে অবস্থান করছেন।

The blue-throated, white-necked Rudras dwell in the sky.

যে – যে সকল বৃক্ষেষু – বৃক্ষের মধ্যে **ye vṛkṣeṣu**: Those who are in the trees. সস্পিঞ্জরাঃ – তৃণ ও লতাগুল্মের মধ্যে বিচরণকারী **saspiṁjarāḥ**: Dwelling in the tender grass. নীলগ্রীবাঃ – নীলকণ্ঠবিশিষ্ট বিলোহিতাঃ – লালভ বর্ণবিশিষ্ট

যে সকল নীলকণ্ঠ ও লালভবর্ণ রুদ্রগণ বৃক্ষ ও তৃণের মধ্যে অবস্থান করেন, তাঁরাও সর্বত্র বিরাজমান আছেন।

Those blue-throated, red-hued Rudras dwell in trees and in the tender grass.

যে ভূতানামধিপত্যো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ ॥ ১১.৬॥

যে অন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্ ॥ ১১.৭॥

যে ভূতানামধিপত্যঃ – যাঁরা সকল জীবের অধিপতি বিশিখাসঃ – তীক্ষ্ণ বাণধারী (____ বা মুণ্ডিত মস্তক) কপর্দিনঃ – জটধারী রুদ্রগণ

Those who are the lords of beings, armed with arrows, with matted hair.

যে অন্নেষু – যাঁরা অন্নের মধ্যে বিবিধ্যন্তি – প্রবেশ করেন পাত্রেষু – পাত্রের মধ্যে **pātreṣu**: In vessels (referring to eating and drinking). পিবতঃ জনান্ – আহার ও পানকারী মানুষের সঙ্গে **pibataḥ janān**: As people drink.

Rudragana-s cause diseases by entering into unclean food and drinks and cause trouble to the sinners.

যে পথাং পথিরক্ষয় ঐলব্দা যব্যুধঃ ॥ ১১.৮॥

যে পথাং – যাঁরা পথসমূহের পথিরক্ষয়ঃ – রক্ষাকারী ঐলব্দাঃ – _____
অন্নদাতা (বা পৃথিবীজাত) যব্যুধঃ – _____ যুদ্ধে প্রহারকারী।

Those who protect the paths, who are born of the earth, and who fight in battles.

These Rudragana-s protect two paths that are generally followed by human beings.

যে তীর্থানি প্রচরন্তি স্কাবন্তো নিষজ্জিগঃ ॥ ১১.৯॥

যে তীর্থানি – যাঁরা তীর্থস্থানে প্রচরন্তি – বিচরণ করেন স্কাবন্তঃ – বর্ষাধারী
নিষজ্জিগঃ – খড়্গধারী

যাঁরা তীর্থস্থানে বিচরণ করেন এবং বর্ষা ও তরবারি ধারণ করেন।

Rudragana-s, with spheres and quivers protect water bodies and in particular sacred waters like river Ganges.

য এতাবন্তশ্চ ভূয়াংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে

তেষাংসহস্রয়োজনে । অবধন্বানি তন্মসি ॥ ১১.১০॥

যে এতাবন্তঃ – যাঁরা এত ব্যাপক চ ভূয়াংসঃ – এবং অসংখ্য দিশঃ – সকল
দিকে রুদ্রাঃ বিতস্থিরে – রুদ্রগণ বিস্তৃত হয়ে আছেন

এই সকল রুদ্র সর্বদিক জুড়ে অসংখ্য রূপে বিস্তৃত হয়ে অবস্থান করছেন।

তেষাম্ – তাঁদের সহস্রয়োজনে – সহস্র যোজন দূরে অবধন্বানি – ধনুকসমূহ
তন্মসি – আমরা দূরে স্থাপন করি

আমরা প্রার্থনা করি যেন তাঁদের অস্ত্র আমাদের থেকে বহু দূরে থাকে।

There are so many other Rudragana-s doing different jobs assigned to them by Rudra.

Please untie your bows and keep them far away from us.

নমো রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যে । অন্তরিক্ষে
যে দিবি যেষামন্নং বাতো বর্ষমিষবস্তুভ্যো দশ
প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাস্তুভ্যো
নমস্তে নো মৃডয়ন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি
তং বো জন্তে দধামি ॥ ১১.১১॥

নমো রুদ্রেভ্যো – রুদ্রগণের প্রতি প্রণাম যে পৃথিব্যাং – যাঁরা পৃথিবীতে যে
অন্তরিক্ষে – যাঁরা অন্তরীক্ষে যে দিবি – যাঁরা আকাশে অবস্থান করেন
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশে অবস্থানকারী সকল রুদ্রকে আমরা প্রণাম জানাই।
যেষাম্ অন্নং – যাঁদের আহার বাতঃ – বায়ু বর্ষম্ – বৃষ্টি ইষবঃ – বাণসমূহ
যাঁদের আহাররূপে বায়ু, বৃষ্টি ও অস্ত্র বিরাজমান।

দশ প্রাচীঃ – পূর্বদিকে দশ দশ দক্ষিণাঃ – দক্ষিণে দশ দশ প্রতীচীঃ – পশ্চিমে
দশ দশ উদীচীঃ – উত্তরে দশ দশ উর্ধ্বাঃ – উর্ধ্বদিকে দশ

সকল দিকেই আমরা তাঁদের প্রতি প্রণাম নিবেদন করি।

To them, ten to the east, ten to the south, ten to
the west, ten to the north, and ten above, we offer
salutations.

নমস্তে – আপনাকে প্রণাম নঃ মৃডয়ন্তু – আমাদের কল্যাণ করুন

হে রুদ্র, আপনি আমাদের মঙ্গল করুন।

যং দ্বিষ্মঃ – যাকে আমরা ঘৃণা করি যশ্চ নঃ দ্বেষ্টি – যে আমাদের ঘৃণা করে
তং বো জন্তে দধামি – তাকে আপনার সংহারের মুখে সমর্পণ করি

Whoever we hate and whoever hates us, I place them
into your jaws (of destruction).

Salutations to Rudragana-s on the earth, in the mid
region, in the heaven and whose arrows are
food, wind and rain. We salute them with folded
hands facing, east, south, west, north and facing
upwards. Those who do not like us and fight with us,
we place them unto your mouths (Rudragana-s).

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিঃ পুষ্টিবর্ধনম্ ।
উবারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাহমৃতাং ॥ ১॥

যো রুদ্রো অগ্নৌ যো অঙ্গু য ওষধীষু ।
যো রুদ্রো বিশ্বা ভুবনাংবিবেশ
তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু ॥ ২॥

যঃ রুদ্রঃ অগ্নৌ – যিনি অগ্নির মধ্যে যঃ অঙ্গু – যিনি জলে যঃ ওষধীষু –
যিনি ওষধিতে oṣadhīṣu: In the plants যঃ রুদ্রঃ বিশ্বা ভুবনা বিবেশ
– যিনি সমস্ত জগতে প্রবেশ করেছেন তস্মৈ রুদ্রায় নমঃ অস্তু – সেই রুদ্রকে
প্রণাম

যে রুদ্র অগ্নিতে অবস্থান করেন, যিনি জলে এবং ওষধি বা লতা-পাতায় বিদ্যমান;
যিনি এই বিশ্বভুবনের সর্বত্র প্রবেশ করে আছেন-সেই রুদ্রকে আমাদের সশ্রদ্ধ
নমস্কার।

তমুষ্টুহি যঃ স্বিষুঃ সুধন্বা যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য ।
যক্ষ্বামহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য ॥ ৩॥

তম্ উষ্টুহি – তাঁকে স্তব করো যঃ স্বিষুঃ – যিনি অস্ত্রধারী সুধন্বা – সুন্দর
ধনুকধারী ভেষজস্য ক্ষয়তি – সকল রোগনাশক

যক্ষ্বামহে – আমরা পূজা করি yakṣvāmahe: Let us invoke.
সৌমনসায় – শুভমনের জন্য নমোভিঃ – প্রণামের মাধ্যমে devam asuram:
The god and demon. duvasya: Who brings blessings.

তাঁর স্তুতি করো, যিনি শক্তিশালী বাণ ও উত্তম ধনুক ধারণ করেন এবং যিনি বিশ্বের
সকল ঔষধ বা প্রতিকারের অধিপতি (বা নিয়ন্তা)। মনের শান্তির জন্য আমরা
নমস্কারের দ্বারা সেই রুদ্রের আরাধনা করি, যিনি দেব ও অসুর উভয় রূপেই
পূজিত এবং আশীর্বাদদাতা।

Salutations to Rudra, who has excellent bow and
arrows; and who is in the form of remedies
(medicines) that cures all ailments.

O Lord! Salutations to you who annihilates demons;
please give us benevolent kind mind.

অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবন্তুরঃ ।

অয়ং মে বিশ্বভেষজোহয় শিবাভিমর্শনঃ ॥ ৪॥

যে তে সহস্রময়ুতং পাশা মৃত্যো মর্ত্যায় হন্তবে ।

ayaṃ me hastāḥ: This hand of mine. **bhagavān:** Is blessed. **ayaṃ me bhagavattaraḥ:** This hand of mine is even more blessed.

ayaṃ me: This hand of mine. **viśvabheṣajaḥ:** Is the healer of all. **śivābhimarśanaḥ:** It is the auspicious touch.

যে তে পাশাঃ — তোমার যে ফাঁস সহস্রময়ুতম্ — হাজার হাজার মৃত্যোঃ — হে মৃত্যু **martyāya hantave:** Are for slaying mortals. (নশ্বরদের হত্যা করার জন্য।)

These hands of mine are His hands and are highly
blessed. My hands are medicines for all my ailments.
These are the hands that feels Shiva and worship Him.

হে মৃত্যুর প্রভু! তোমার কাছে অসংখ্য অস্ত্র আছে, যেমন ফাস ইত্যাদি, যা
দিয়ে তুমি প্রাণ কেড়ে নিতে পারো। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি
আমাদের পূজা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে এগুলো দূর করে দাও।

তান্ যজ্ঞস্য মায়য়া সর্বানব যজামহে ।

মৃত্যবে স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা ॥ ৫॥

তান্ সর্বান্ — সেই সকল যজ্ঞস্য মায়য়া — যজ্ঞশক্তিতে অব যজামহে — আমরা নষ্ট
করি মৃত্যবে স্বাহা — মৃত্যুকে আল্হতি

হে মৃত্যু, মরণশীল জীবকে বধ করার জন্য তোমার যে হাজার হাজার ও অযুত
পরিমাণ পাশ (ফাঁস বা জাল) রয়েছে, আমরা যজ্ঞের শক্তির দ্বারা (বা মায়ার
দ্বারা) সেই সকল পাশ ছিন্ন করছি বা দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। মৃত্যুর প্রতি এই
আল্হতি (স্বাহা), মৃত্যুর প্রতি এই আল্হতি।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি ।

প্রাণানাং গ্রন্থিরসি রুদ্রো মা বিশান্তকঃ ।

তেনান্নেনাপ্যায়স্ব ॥ ৬॥

ওঁ নমো ভগবতে – পরমেশ্বরকে প্রণাম রুদ্রায় বিষ্ণবে – রুদ্র-বিষ্ণুরূপে
মৃত্যুর্মে পাহি – আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর

হে সর্বব্যাপী ভগবান! রুদ্র তোমাকে প্রণাম! আমার প্রার্থনা তোমার কাছে নৈবেদ্য। আমার
প্রার্থনা তোমার কাছে নৈবেদ্য। মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে আমাকে রক্ষা করো।

প্রাণানাং গ্রন্থিঃ অসি – তুমি প্রাণের বন্ধন মা বিশান্তকঃ – বিচ্ছিন্ন করো না
তেন অন্নেন – এই অন্ন দ্বারা আপ্যায়স্ব – তৃপ্ত হও

হে রুদ্র! তুমি সমস্ত প্রাণ (মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের প্রাণ আছে যা বিভিন্ন কার্য
সম্পাদন করে) এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযুক্ত করো।

আমি যে খাদ্য গ্রহণ করি তা দিয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করো। আমি যে অন্ন গ্রহণ
করি তা দিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং আমাকে আশীর্বাদ করো।

নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

চমকং

ওঁ অগ্নাবিষ্ণু সজোষসেমা বর্ধন্তু বাং গিরঃ ।
দ্যুন্নৈর্বাজেভিরাগতম্ । বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে
প্রয়তিশ্চ মে প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুশ্চ
মে স্বরশ্চ মে শ্লোকশ্চ মে শ্রাবশ্চ মে শ্রুতিশ্চ
মে জ্যোতিশ্চ মে সুবশ্চ মে প্রাণশ্চ মেহপানশ্চ মে
ব্যানশ্চ মেহসুশ্চ মে চিত্তং চ ম আধীতং চ মে
বাক্চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রং চ মে
দক্ষশ্চ মে বলং চ ম ওজশ্চ মে সহশ্চ ম
আয়ুশ্চ মে জরা চ ম আত্মা চ মে তনুশ্চ মে শর্ম
চ মে বর্ম চ মেহঙ্গানি চ মেহস্থানি চ মে পরুংষি
চ মে শরীরানি চ মে ॥ ১॥

অগ্নাবিষ্ণু – অগ্নি ও বিষ্ণু সজোষসে – একসাথে, ঐক্যে ইমা – এই
বাং গিরঃ – আপনাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্তোত্রসমূহ বর্ধন্তু – বৃদ্ধি পাক / বর্ধিত
করুন বা সফল করুন দ্যুন্নৈঃ – দীপ্তি, জ্যোতি সহ বাজেভিঃ – শক্তি, অন্ন,
ঐশ্বর্য সহ আগতম্ – আগমন করুন

অগ্নি ও বিষ্ণু-আপনারা একত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের দ্বারা উচ্চারিত এই
স্তোত্রসমূহকে বৃদ্ধি করুন। আপনারা দীপ্তি, শক্তি ও ঐশ্বর্য সহকারে আমাদের নিকট
আগমন করুন।

বাজঃ চ মে – অন্ন / শক্তি আমাকে দান করুন প্রসবঃ চ মে – সৃষ্টিশক্তি /
উৎপাদনক্ষমতা আমাকে দিন প্রয়তিঃ চ মে – উদ্যোগ / দৃঢ়সংকল্প প্রসিতিঃ চ মে
– সাফল্য ধীতিঃ চ মে – বুদ্ধি ক্রতুঃ চ মে – দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি স্বরঃ চ মে –
কণ্ঠস্বর শ্লোকঃ চ মে – যশ, খ্যাতি শ্রাবঃ চ মে – সুনাম শ্রুতিঃ চ মে –
বেদজ্ঞান জ্যোতিঃ চ মে – আলোক সুবঃ চ মে – স্বর্গীয় কল্যাণ / আমার
স্বর্গলোক প্রাপ্তি

প্রাণঃ চ মে - প্রাণবায়ু (Outgoing breath or life force.)
আপানঃ চ মে - নিম্নগামী প্রাণবায়ু (Incoming breath or life force.)
ব্যানঃ চ মে - সর্বদেহে প্রবাহিত শক্তি (A type of vital breath that governs circulation of energy within the body.)
অসুঃ চ মে - জীবনশক্তি চিত্তং চ মে - মন আধীতং চ মে -
অর্জিত জ্ঞান বাক্ চ মে - বাকশক্তি মনঃ চ মে - মন চক্ষুঃ চ মে - দৃষ্টি
শ্রোত্রং চ মে - শ্রবণশক্তি

দক্ষঃ চ মে - দক্ষতা বলং চ মে - শারীরিক শক্তি ওজঃ চ মে - তেজ
সহঃ চ মে - সহনশক্তি আয়ুঃ চ মে - আয়ু জরা চ মে - বার্ধক্য (স্বাভাবিক
ও কল্যাণকর) আত্মা চ মে - আত্মা তনুঃ চ মে - দেহ (May my soul
and body be strong.) শর্ম চ মে - শান্তি, সুখ (Protection or happiness.)
বর্ম চ মে - রক্ষা-কবচ অঙ্গানি চ মে - অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
অস্থানি চ মে - অস্থি (Bones) পরুংষি চ মে - সন্ধি/সংযোগস্থল
শরীরানি চ মে - সমগ্র শরীর (May my joints and body be in
good health.)

জৈষ্ঠ্যং চ ম আধিপত্যং চ মে মন্যুশ্চ মে ভামশ্চ
মেহমশ্চ মেহন্তুশ্চ মে জেমা চ মে মহিমা চ মে
বরিমা চ মে প্রথিমা চ মে বর্ষা চ মে দ্রাঘুয়া চ মে
বৃদ্ধং চ মে বৃদ্ধিশ্চ মে সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ
মে জগচ্চ মে ধনং চ মে বশশ্চ মে ত্রিষিচ্চ মে
ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ মে জনিষ্যমাণং চ মে
সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে বিত্তং চ মে বেদ্যং চ মে
ভূতং চ মে ভবিষ্যচ্চ মে সুগং চ মে সুপথং চ ম
ঋদ্ধং চ ম ঋদ্ধিশ্চ মে কুপ্তং চ মে কুপ্তিশ্চ
মে মতিশ্চ মে সুমতিশ্চ মে ॥ ২॥

জৈষ্ঠ্যং চ মে - এবং আমার জ্যেষ্ঠত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব / অগ্রজত্ব (হোক)
আধিপত্যং চ মে - এবং আমার আধিপত্য বা প্রভুত্ব মন্যুঃ চ মে - এবং
আমার (ন্যায্য) ক্রোধ বা তেজ ভামঃ চ মে - এবং আমার দীপ্তি (শারীরিক
উজ্জ্বলতা / মানসিক উজ্জ্বলতা) অমঃ চ মে - এবং আমার ঐশ্বর্য, শক্তি

অন্তঃ চ মে – এবং আমার জল বা জীবনরস (often referring to life's sustaining element) **জেমা চ মে** – এবং আমার বিজয় বা উৎকর্ষ/কল্যাণ, সমৃদ্ধি **মহিমা চ মে** – এবং আমার মহিমা বা মহত্ত্ব **বরিমা চ মে** – এবং আমার গরিমা বা বিপুলতা **প্রথিমা চ মে** – এবং আমার বিস্তৃতি / বিস্তার, প্রসার **বর্থা চ মে** – এবং আমার উচ্চতা বা প্রাধান্য / উচ্চতা, মর্যাদা **দ্রাঘুয়া চ মে** – এবং আমার দৈর্ঘ্য বা দীর্ঘজীবন **বৃদ্ধং (vrddham) চ মে** – এবং আমার বৃদ্ধিলাভ বা সমৃদ্ধি (Growth or prosperity (refers to material or spiritual growth)) **বৃদ্ধিঃ (vrddhiḥ) চ মে** – এবং আমার ক্রমোন্নতি

সত্যং চ মে – এবং আমার সত্যনিষ্ঠা **শ্রদ্ধা চ মে** – এবং আমার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস / ভক্তি **জগৎ চ মে** – এবং আমার জাগতিক সম্পদ (স্থাবর-জঙ্গম) **ধনং চ মে** – এবং আমার ধনসম্পদ (May I have dominion over the world and wealth.) **বশঃ চ মে** – এবং আমার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ **ত্বিষিঃ চ মে** – এবং আমার দৈহিক কান্তি বা দীপ্তি (Radiance) **ক্রীড়া চ মে** – এবং আমার ক্রীড়া বা বিনোদন **মোদঃ চ মে** – এবং আমার আমোদ বা হর্ষ (May I have joy and delight.)

জাতং চ মে – এবং যা জন্ম নিয়েছে (সন্তানাদি) **জনিষ্যমাণং চ মে** – এবং আমার যা জন্মাবে (ভবিষ্যৎ সন্ততি) (May I have what is already born and what is yet to be born.) **সূক্তং চ মে** – এবং আমার সুভাষিত বাক্য (Well-spoken words or hymns.) **সুকৃতং চ মে** – এবং আমার পুণ্যকর্ম (good actions.) (May I have well-spoken words and good actions.)

বিত্তং চ মে – এবং সম্পদ **বেদ্যং চ মে** – এবং আমার লভ্য (ভবিষ্যতে প্রাপ্য) **বিত্ত বা জ্ঞান (May I have wealth and knowledge.)** **ভূতং চ মে** – বর্তমান **ভবিষ্যৎ চ মে** – এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণ (May I have what exists and what is yet to come.) **সুগং চ মে** – এবং আমার গন্তব্য বা ভালো স্থান **সুপথং চ মে** – এবং আমার সুপথ বা মার্গ (May I have an easy path and a good path.) **ঋদ্ধং চ মে** – এবং আমার যজ্ঞসমৃদ্ধি বা অর্জিত সাফল্য / সমৃদ্ধি **ঋদ্ধিঃ চ মে** – এবং সিদ্ধি, সফলতা (May I have prosperity and accomplishment.) **কপ্তং চ মে** – এবং আমার সামর্থ্য বা সুসংগঠিত অবস্থা **কপ্তিঃ চ মে** – এবং আমার পরিকল্পনাশক্তি বা সাধ্য (May I have completion and ability to plan.) **মতিঃ চ মে** – এবং আমার মেধা বা বুদ্ধি **সুমতিঃ চ মে** – এবং শুভবুদ্ধি, সঠিক বিচার। (May I have wisdom and good judgment.)

শং চ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ং চ মেহনুকামশ্চ মে
কামশ্চ মে সৌমনসশ্চ মে ভদ্রং চ মে শ্রেয়শ্চ মে
বস্যশ্চ মে যশশ্চ মে ভগশ্চ মে দ্রবিণং চ মে
যন্তা চ মে ধর্তা চ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে
বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে জ্ঞাত্রং চ মে
সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মে সীরং চ মে লয়শ্চ ম ঋতং চ
মেহমৃতং চ মেহয়ক্ষ্মং চ মেহনাময়চ্চ মে জীবাতুশ্চ
মে দীর্ঘায়ুত্বং চ মেহনমিত্রং চ মেহভয়ং চ মে সুগং চ
মে শয়নং চ মে সূষা চ মে সুদিনং চ মে ॥ ৩॥

শং চ মে – এবং আমার আধ্যাত্মিক সুখ বা শান্তি ময়শ্চ মে – এবং আমার
কল্যাণ, সুখ বা আনন্দ প্রিয়ং চ মে – এবং আমার প্রিয় বস্তু বা ভালবাসা
অনুকামশ্চ মে – এবং আমার অভীষ্ট কামনা বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু / ইচ্ছাপূর্তি
কামশ্চ মে – এবং আমার সাধারণ কামনা বা ইচ্ছা সৌমনসশ্চ মে – প্রসন্ন মন
(May I have desires fulfilled and peace of mind.)

ভদ্রং চ মে – এবং আমার ইহলৌকিক মঙ্গল বা কল্যাণ শ্রেয়শ্চ মে – এবং
আমার পারলৌকিক কল্যাণ বা মোক্ষ ব্যস্যশ্চ মে – এবং বশ্যতা / অনুকূলতা যশশ্চ
মে – এবং আমার যশ বা কীর্তি (May I have control and fame.)
ভগশ্চ মে – এবং আমার সৌভাগ্য দ্রবিণং চ মে – এবং আমার ধনসম্পদ
(May I have good fortune and wealth.)

যন্তা চ মে – এবং আমার সঠিক পথপ্রদর্শক ধর্তা চ মে – এবং আমার ধারক
বা পোষক (অভিভাবক) (May I have guidance and support.)
ক্ষেমশ্চ মে – এবং আমার নিরাপত্তা ধৃতিশ্চ মে – এবং আমার ধৈর্য বা স্থিরতা
(May I have security and perseverance.) বিশ্বং চ মে – এবং
আমার প্রতি সকলের প্রীতি বা বিশ্বজনীনতা / সমগ্র জগৎ মহশ্চ মে – এবং আমার
মহত্ত্ব বা সম্মান (May I have the whole universe and
greatness.)

সংবিচ্চ মে (সংবিত্ চ মে) – এবং আমার বেদজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান / চেতনা,
উপলব্ধি জ্ঞাত্রং চ মে – এবং আমার সাধারণ জ্ঞান বা জানার ক্ষমতা (May I
have understanding and knowledge.)

সৃশ্চ মে - Birth or creation প্রসৃশ্চ মে - Productivity or fruitfulness (May I have birth and productivity.) সীরং চ মে - এবং আমার লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষিসাধন সম্পত্তি (সীরং) লয়শ্চ মে - এবং আমার বিঘ্ননাশ বা লয়প্রাপ্তি

ঋতং চ মে - সত্য / আমার যজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম (ঋতং); অমৃতং চ মে - এবং আমার অমৃতত্ব বা মোক্ষলাভ / আমার সেই যজ্ঞ ইত্যাদির ফল (অমৃতং); অযক্ষ্মং চ মে - এবং আমার যক্ষ্মাদি ক্ষয়রোগ থেকে মুক্তি / রোগহীনতা অনাময়চ্চ মে (অনাময়ং চ মে) - এবং আমার আরোগ্য বা নিরোগ দেহ

জীবাতুশ্চ মে - এবং আমার জীবনরক্ষক ওষুধি বা উপায় / প্রাণশক্তি দীর্ঘায়ুত্বং চ মে - এবং আমার দীর্ঘজীবন অনমিত্রং চ মে - এবং আমার শত্রুহীনতা ভয়ং চ মে - এবং আমার নির্ভীকতা বা ভয়শূন্যতা (May I be free from enemies and fear.) সুগং চ মে - এবং সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য শয়নং চ মে - এবং আমার সুখশয্যা বা বিশ্রাম (May I have comfort and restful sleep.) সূষা চ মে - এবং আমার সুপ্রভাত সুদিনং চ মে - এবং আমার শুভদিন বা দিনমান ব্যাপী মঙ্গল। (May I have good mornings and auspicious days.)

উর্ক্চ মে সূনৃতা চ মে পয়শ্চ মে রসশ্চ মে
ঘৃতং চ মে মধু চ মে সন্ধিশ্চ মে সপীতিশ্চ মে
কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রং চ ম ঔদ্ভিদ্যং
চ মে রয়িশ্চ মে রায়শ্চ মে পুষ্টং চ মে পুষ্টিশ্চ মে
বিভু চ মে প্রভু চ মে বহু চ মে ভূয়শ্চ মে পূর্ণং
চ মে পূর্ণতরং চ মেহক্ষিতিশ্চ মে কৃয়বাশ্চ মেহন্নং
চ মেহক্ষুচ্চ মে ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ
মে তিলাশ্চ মে মুদগাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে
মসুরাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মেহণবশ্চ মে
শ্যামকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে ॥ ৪॥

উর্ক চ মে – পুষ্টি, বল আমাকে দিন সূনতা চ মে – মধুর ও সত্য ভাষা
আমাকে দিন পয়ঃ চ মে – দুধ রসঃ চ মে – রস ঘৃতঃ চ মে – ঘি
মধু চ মে – মধু সন্ধিঃ চ মে – দধি/ঘন দুগ্ধজাত খাদ্য / ঘন ক্ষীর বা দধি
সপীতিঃ চ মে – পুষ্টিদায়ক পানীয়

কৃষিঃ চ মে – কৃষিকর্ম বৃষ্টিঃ চ মে – বৃষ্টি জৈত্রঃ চ মে – বিজয় বা জয়ের
সাধন ঔদ্ভিদ্যঃ চ মে – অঙ্কুরোদগম, ফসলের বৃদ্ধি / আমার বৃক্ষলতাদির উদ্ভেদ
বা অঙ্কুরোদগম রয়িঃ চ মে – সম্পদ রায়ঃ চ মে – ঐশ্বর্য (May I have
wealth and abundance.)

পুষ্টং চ মে – পরিপূর্ণতা পুষ্টিঃ চ মে – পুষ্টি (May I have fullness
or completeness and nourishment.) বিভু চ মে – প্রাচুর্য
(vibhu ca me: May I have abundance.) প্রভু চ মে – ক্ষমতা,
প্রভাব / আমার প্রভুত্ব (prabhu ca me: May I have great plenty.)
(May I be granted the gift of abundance of all
varieties of cereals, millets and corn.) (আমি যেন সকল
প্রকার শস্য, মিলেট ও ভুট্টার প্রাচুর্যের দান লাভ করি।)

বল্ চ মে – অধিক ভূয়ঃ চ মে – আরও বৃদ্ধি / ক্রমবৃদ্ধি বা আরও উন্নতি

পূর্ণঃ চ মে – পূর্ণতা পূর্ণতরং চ মে – অধিকতর পূর্ণতা অক্ষিতিঃ চ মে –
ভূমি (kṣitih: Land or earth.) কৃয়বাঃ চ মে – শস্যের স্তুপ (Heaps
of grain, symbolizing agricultural abundance.)

অন্নঃ চ মে – অন্ন ইক্ষুঃ চ মে – আখ (May I have food and
sugarcane.) ব্রীহয়ঃ চ মে – ধান যবাঃ চ মে – যব (May I have
rice and barley.) মাষাঃ চ মে – ডাল / মাষকলাই তিলাঃ চ মে –
তিল মুদগাঃ চ মে – মুগ ডাল / মুগডাল খন্ডাঃ চ মে – মিলেট

গোধূমাঃ চ মে – গম মসুরাঃ চ মে – মসুর ডাল

প্রিয়ঙ্গবঃ চ মে – _____ শস্য / এটি ঔষধি ও রান্নার মসলা অণবঃ চ মে – ক্ষুদ্র
শস্য শ্যামকাঃ চ মে – ধান (A type of grain, possibly wild
rice or millet.) নীবারাঃ চ মে – বনধান (Wild rice or
another type of coarse grain.)

অশ্মা চ মে মৃত্তিকা চ মে গিরয়শ্চ মে পর্বতাশ্চ মে
সিকতাশ্চ মে বনস্পত্যশ্চ মে হিরণ্যং চ মেহয়শ্চ
মে সীসং চ মে ব্রপুশ্চ মে শ্যামং চ মে লোহং চ
মেহগ্নিশ্চ ম আপশ্চ মে বীরুধশ্চ ম ওষধয়শ্চ
মে কৃষ্টপচ্যং চ মেহকৃষ্টপচ্যং চ মে গ্রাম্যাশ্চ
মে পশব আরণ্যাশ্চ যজ্ঞেন কল্পন্তাং বিত্তং চ মে
বিত্তিশ্চ মে ভূতং চ মে ভূতিশ্চ মে বসু চ মে
বসতিশ্চ মে কর্ম চ মে শক্তিশ্চ মেহর্থশ্চ ম
এমশ্চ ম ইতিশ্চ মে গতিশ্চ মে ॥ ৫॥

অশ্মা চ মে – পাথর আমাকে দিন মৃত্তিকা চ মে – মাটি আমাকে দিন গিরয়ঃ
চ মে – পর্বতসমূহ পর্বতাঃ চ মে – পাহাড়সমূহ (May I have
mountains and hills.) সিকতাঃ চ মে – বালি বনস্পত্যঃ চ মে –
বনজ বৃক্ষ হিরণ্যং চ মে – সোনা অয়ঃ চ মে – লোহা সীসং চ মে – সিসা
ব্রপুঃ চ মে – টিন শ্যামং চ মে – কালো লোহা / ইস্পাত লোহং চ মে –
তামা অগ্নিঃ চ মে – অগ্নি আপঃ চ মে – জল

বীরুধঃ চ মে – লতাগুল্ম (লতাজাতীয় গুল্ম) ওষধয়ঃ চ মে – ঔষধি উদ্ভিদ

কৃষ্টপচ্যং চ মে – চাষকৃত খাদ্য অকৃষ্টপচ্যং চ মে – অচাষকৃত / বনজাত
খাদ্য (May I have cultivated and uncultivated food.)

গ্রাম্যাঃ চ মে পশবঃ – গৃহপালিত পশু আরণ্যাঃ চ – বনজ পশু (May I
have domesticated animals and wild animals.)

যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ – যজ্ঞের জন্য উপযোগী হোক (May they be fit for
sacrifice.)

- আমার যজ্ঞের নিমিত্তভূত গ্রাম্য ও আরণ্য পশু (পশব) (অর্থাৎ যজ্ঞের
নিমিত্ত কল্পিত হোক, এমন পশু)

বিত্তং চ মে – ধন বিত্তিঃ চ মে – উপার্জনের সামর্থ্য (May I have
wealth and the means of acquiring wealth.)

ভূতং চ মে – বর্তমান সম্পদ ভূতিঃ চ মে – সমৃদ্ধি (May I have what
exists and prosperity.)

বসু চ মে - ঐশ্বর্য বসতিঃ চ মে - বাসস্থান (May I have wealth and a dwelling place.) কর্ম চ মে - কর্মশক্তি শক্তিঃ চ মে - বল, ক্ষমতা অর্থঃ চ মে - উদ্দেশ্য, অর্থ (Purpose, meaning, or wealth.) এমঃ চ মে - অর্জন (Acquisition or possession.) / আমার প্রাপ্তি ইতিঃ চ মে - সম্পূর্ণতা (Completion or conclusion.) / আমার সমাপ্তি বা সিদ্ধি (সাফল্য) (May I have purpose, acquisition, and completeness.) গতিঃ চ মে - গতি, অগ্রগতি (May I have progress or movement.)

অগ্নিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সোমশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সবিতা

চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সরস্বতী চ ম ইন্দ্রশ্চ মে পৃষা চ

ম ইন্দ্রশ্চ মে বৃহস্পতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মিত্রশ্চ

ম ইন্দ্রশ্চ মে বরুণশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ত্বষ্টা চ

ম ইন্দ্রশ্চ মে ধাতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিষ্ণুশ্চ ম

ইন্দ্রশ্চ মেহশ্বিনৌ চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মরুতশ্চ ম

ইন্দ্রশ্চ মে বিশ্বো চ মে দেবা ইন্দ্রশ্চ মে পৃথিবী চ

ম ইন্দ্রশ্চ মেহন্তুরিষ্কং চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দ্যৌশ্চ

ম ইন্দ্রশ্চ মে দিশশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মূর্ধা চ ম

ইন্দ্রশ্চ মে প্রজাপতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ॥ ৬॥

অগ্নিশ্চ মে - এবং আমার প্রতি অগ্নিদেব (প্রসন্ন হোন) ইন্দ্রশ্চ মে - এবং আমার প্রতি ইন্দ্রদেব সোমশ্চ মে - এবং আমার প্রতি সোমদেব সবিতা চ মে - এবং আমার প্রতি সবিতা (সূর্যদেব) সরস্বতী চ মে - এবং আমার প্রতি দেবী সরস্বতী পৃষা চ মে - এবং আমার প্রতি পৃষা (পুষ্টির দেবতা) (The god of prosperity, nourishment, and well-being.) বৃহস্পতিশ্চ মে - এবং আমার প্রতি বৃহস্পতি (দেবগুরু) মিত্রশ্চ মে - এবং আমার প্রতি মিত্রদেব (বন্ধুত্বের দেবতা) বরুণশ্চ মে - এবং আমার প্রতি বরুণদেব (জলের দেবতা) ত্বষ্টা চ মে - এবং আমার প্রতি ত্বষ্টা (দেবশিল্পী) (The divine artisan or craftsman, representing creation and construction.) ধাতা চ মে - এবং আমার প্রতি ধাতা (বিধাতা/ধারক)

বিষ্ণুশ্চ মে - এবং আমার প্রতি বিষ্ণুদেব অশ্বিনৌ চ মে - এবং আমার প্রতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় (চিকিৎসক যুগল) মরুতশ্চ মে - এবং আমার প্রতি মরুৎগণ (বায়ুদেবতাগণ) বিশ্বে চ মে দেবাঃ - এবং আমার প্রতি বিশ্বদেবগণ (সকল দেবতা) পৃথিবী চ মে - এবং আমার প্রতি পৃথিবী অন্তরিক্ষঃ চ মে - এবং আমার প্রতি অন্তরিক্ষ (আকাশ)

দ্যৌশ্চ মে - এবং আমার প্রতি দ্যুলোক (স্বর্গ) দিশশ্চ মে - এবং আমার প্রতি দিকসমূহ মূর্ধা চ মে - এবং আমার প্রতি মূর্ধা (The head, possibly referring to the highest point in creation, both physical and cosmic.) প্রজাপতিশ্চ মে - এবং আমার প্রতি প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা)। (May I have the blessings of Prajāpati and Indra.)

অংগুশ্চ মে রশ্মিশ্চ মেহদাভ্যশ্চ মেহধিপতিশ্চ
ম উপাংগুশ্চ মেহন্তর্যামশ্চ ম ঐন্দ্রবায়বশ্চ
মে মৈত্রাবরুণশ্চ ম আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে
শুক্ৰশ্চ মে মন্বী চ ম আগ্রয়ণশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ
মে ধ্রুবশ্চ মে বৈশ্বানরশ্চ ম ঋতুগ্রহাশ্চ
মেহতিগ্রাহ্যাশ্চ ম ঐন্দ্রাগ্নশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ
মে মরুত্বতীয়াশ্চ মে মাহেন্দ্রশ্চ ম আদিত্যশ্চ
মে সাবিত্রশ্চ মে সারস্বতশ্চ মে পৌষ্কশ্চ মে
পাত্নীবতশ্চ মে হারিয়োজনশ্চ মে ॥ ৭॥

অংগুঃ (ag^mśuh) চ মে - বৈদিক যজ্ঞকর্মে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র সোমপাত্র। রশ্মিঃ চ মে - রশ্মি-পাত্র / আলোকধারা (Another vessel associated with Soma or the rays (reins) of light) (অ)দাভ্যঃ চ মে - A vessel used in specific sacrificial offerings.
অধিপতিঃ চ মে - প্রধান যজ্ঞপাত্র (A vessel for the chief offering) (May I have the Ag^mśu vessel, the Raśmi vessel, the Dābhya vessel, and the Adhipati vessel.)

উপাংশুঃ চ মে – এবং আমার উপাংশু নামক পাত্র **অন্তর্যামঃ চ মে** – এবং আমার অন্তর্যাম নামক পাত্র

ঐন্দ্রবায়বঃ চ মে – এবং আমার ইন্দ্র ও বায়ুসম্বন্ধীয় পাত্র **মৈত্রাবরুণঃ চ মে** – এবং আমার মিত্র ও বরুণসম্বন্ধীয় পাত্র **অশ্বিনঃ চ মে** – এবং আমার অশ্বিনীকুমারদ্বয়সম্বন্ধীয় পাত্র

প্রতিপ্রস্থানঃ চ মে – এবং আমার প্রতিপ্রস্থান নামক পাত্র / যজ্ঞের অগ্রগমন / সূচনাপাত্র যজ্ঞের অগ্রগমন / সূচনাপাত্র

শুক্লঃ চ মে – এবং আমার শুক্ল নামক পাত্র

মহী চ মে – এবং আমার মহী নামক পাত্র **আগ্রয়ণঃ চ মে** – এবং আমার আগ্রয়ণ নামক পাত্র

বৈশ্বদেবঃ চ মে – এবং আমার বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় পাত্র (A vessel used in offerings to all the gods (Viśve Devāḥ)) **ধ্রুবঃ চ মে** – এবং আমার ধ্রুব নামক পাত্র **বৈশ্বানরঃ চ মে** – এবং আমার বৈশ্বানর (অগ্নি) সম্বন্ধীয় পাত্র **ঋতুগ্রহাঃ চ মে** – এবং আমার ঋতুগ্রহ নামক পাত্রসমূহ (Vessels used for offerings made during specific seasons or seasonal rites) **অতিগ্রাহ্যঃ চ মে** – এবং আমার অতিগ্রাহ্য নামক বিশেষ পাত্রসমূহ / অতিরিক্ত বিশেষ আহুতি পাত্র

ঐন্দ্রাগ্নঃ চ মে – এবং আমার ইন্দ্র ও অগ্নিসম্বন্ধীয় পাত্র **বৈশ্বদেবঃ চ মে** – এবং আমার বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় (দ্বিতীয়বার উল্লিখিত) পাত্র **মরুত্বতীয়াঃ চ মে** – এবং আমার মরুৎগণসম্বন্ধীয় পাত্রসমূহ **মাহেন্দ্রঃ চ মে** – এবং আমার মাহেন্দ্রসম্বন্ধীয় পাত্র **আদিত্যঃ চ মে** – এবং আমার আদিত্যসম্বন্ধীয় পাত্র **সাবিত্রঃ চ মে** – এবং আমার সবিতাসম্বন্ধীয় পাত্র **সারস্বতঃ চ মে** – এবং আমার সরস্বতীসম্বন্ধীয় পাত্র **পৌষঃ চ মে** – এবং আমার পুষ্যসম্বন্ধীয় পাত্র **পাত্নীবতঃ চ মে** – এবং আমার দেবপত্নীসম্বন্ধীয় পাত্র (A vessel used in rituals that involve the gods along with their consorts (gods who have wives)) **হারিয়োজনঃ চ মে** – এবং স্বর্ণরথে গমনকারী দেবতাদের — যেমন অশ্বিনীদ্বয় — সঙ্গে সম্পর্কিত একটি পাত্র। (A vessel associated with deities that move in golden chariots, such as Pūṣan or the Aśvins.)

ইধ্মশ্চ মে বর্হিশ্চ মে বেদিশ্চ মে ধিষ্ণীয়াশ্চ মে
স্রুচশ্চ মে চমসাশ্চ মে গ্রাবাণশ্চ মে স্বরবশ্চ
ম উপরবাশ্চ মেহধিষবণে চ মে দ্রোণকলশশ্চ
মে বায়ব্যানি চ মে পূতভূচ্চ ম আধবনীয়শ্চ ম
আগ্নীধ্বং চ মে হবির্ধানং চ মে গৃহাশ্চ মে সদশ্চ
মে পুরোডাশাশ্চ মে পচতাশ্চ মেহবভূথশ্চ মে
স্বগাকারশ্চ মে ॥ ৮॥

ইধ্মঃ চ মে – এবং যজ্ঞীয় কাষ্ঠ (হোক) **বর্হিঃ চ মে** – এবং যজ্ঞীয় কুশ ঘাস **বেদিঃ চ মে** –
এবং আমার যজ্ঞবেদী **ধিষ্ণীয়াঃ চ মে** – এবং আমার যজ্ঞকুণ্ড বা অগ্নিস্থান **স্রুচঃ চ মে** –
এবং আমার স্রুক বা ঘৃতাভূতির হাতা **চমসাঃ চ মে** – এবং সোমরস পানের পাত্রসমূহ
(Cups or vessels used to hold Soma or other offerings during rituals.)

গ্রাবাণঃ চ মে – এবং সোম পেষণের পাথর (Pressing stones, used to extract Soma juice during sacrifices) **স্বরবঃ চ মে** –
এবং আমার যজ্ঞীয় মন্ত্রধ্বনি (Invocations or hymns, particularly those sung or chanted during rituals.)

উপরবাঃ চ মে – এবং যজ্ঞ বা পূজার সময় প্রধান বেদীর পাশাপাশি যে ছোট বা নিচু সহায়ক
বেদী ব্যবহার করা হয় (যজ্ঞ, পূজা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যে উঁচু বা নির্দিষ্ট স্থান তৈরি
করা হয়, যেখানে অগ্নি স্থাপন করা হয় বা দেবতার উদ্দেশ্যে আভূতি দেওয়া হয়, তাকে **বেদী**
(**altar**) বলা হয়।) **অধিষবণে চ মে** – এবং Refers to the pressing
stones used in preparing Soma during rituals.

দ্রোণকলশঃ চ মে – Large vessels or pots used to hold Soma or other ritual substances. **বায়ব্যানি চ মে** – এবং ছাঁকনি (used for filtering Soma or other liquids during rituals.)

পূতভূৎ চ মে – এবং পবিত্র সোম ধারণকারী পাত্র **আধবনীয়ঃ চ মে** – এবং আভূতি
ঢালার বিশেষ চামচ (A spoon used in rituals for pouring offerings into the sacred fire.)

আগ্নীধ্বং চ মে হবির্ধানং চ মে – অগ্নির স্থান ও নৈবেদ্য রাখার স্থান আমার হোক। (May I have the blessings of the fire altar and the offering altar.)

গৃহাশ্চ মে সদশ্চ মে – যজ্ঞগৃহ ও আসন আমার হোক। (সদঃ - (যজ্ঞসভা))
(May I have the blessings of the ritual house and the sacred seat.)

পুরোডাশাঃ চ মে – এবং যজ্ঞের পিঠা (Sacrificial cakes offered during rituals, often made of rice or barley.) পচতাঃ চ মে – এবং পক্ক বা রান্না করা হব্যসমূহ

অবভৃথঃ চ মে – এবং যজ্ঞান্তিক শুদ্ধি অনুষ্ঠান / স্নান (The final purification or bathing ceremony performed at the end of a ritual.)

স্বগাকারঃ চ মে – এবং আমার স্বগাকার বা শুভ সূচক মন্ত্রোচ্চারণ। (The invocation or chant for well-being and auspiciousness, often performed at the conclusion of a ritual.)

অগ্নিশ্চ মে ঘর্মশ্চ মেহর্কশ্চ মে সূর্যশ্চ মে
প্রাণশ্চ মেহশ্বমেধশ্চ মে পৃথিবী চ মেহদিতিশ্চ মে
দিতিশ্চ মে দ্যৌশ্চ মে শকৃক্বরীরঙ্গুলয়ো দিশশ্চ
মে যজ্ঞেন কল্পন্তামৃক্চ মে সাম চ মে স্তোমশ্চ মে
যজুশ্চ মে দীক্ষা চ মে তপশ্চ ম ঋতুশ্চ মে ব্রতং
চ মেহহোরাত্রয়োর্বৃষ্ট্যা বৃহদ্রথন্তরে চ মে যজ্ঞেন

কল্পেতাম্ ॥ ৯ ॥

অগ্নিঃ চ মে – এবং আমার অগ্নি (পবিত্রতা) ঘর্মঃ চ মে – এবং আমার ঘর্ম (যজ্ঞীয় তেজ বা উষ্ণতা) অর্কঃ চ মে – এবং আমার অর্ক (সূর্যরশ্মি বা স্তব) সূর্যঃ চ মে – এবং আমার সূর্যদেব (প্রাণশক্তি)

প্রাণঃ চ মে – এবং আমার প্রাণবায়ু অশ্বমেধঃ চ মে – এবং আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ (সার্বভৌমত্ব) (May I have the blessings of life force (breath) and the Ashvamedha sacrifice.)

পৃথিবী চ মে – এবং আমার পৃথিবী দেবী **অদিতিঃ চ মে** – এবং আমার অখণ্ডতা বা দেবমাতা অদিতি (May I have the blessings of the Earth and Aditi.)

দিতিঃ চ মে – এবং আমার দিতি (Diti, associated with material desires and the mother of demons.) **দ্যৌঃ চ মে** – এবং আমার দ্যুলোক বা আকাশ (May I have the blessings of Diti and the Sky.)

শক্‌কবরীঃ চ মে – এবং আমার শক্‌কবরী নামক ছন্দ (ছন্দবদ্ধতা) (A meter used in Vedic hymns, symbolizing rhythm.) **অঙ্গুলয়ঃ চ মে** – এবং অঙ্গুলিসমূহ (Fingers, often referring to precise actions during rituals.) **দিশঃ চ মে** – এবং আমার দিকসমূহ (দিক্‌জ্ঞান ও নির্দেশনা) (May I have the blessings of the rhythm, fingers, and the directions through sacrifice.)

যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ – যজ্ঞের দ্বারা সমর্থ বা সফল হোক

ঋক্ চ মে – এবং আমার ঋগ্বেদ **সাম চ মে** – এবং আমার সামবেদ **স্তোমঃ চ মে** – এবং আমার স্তোম বা স্তোত্রসমূহ **যজুঃ চ মে** – এবং আমার যজুর্বেদ **দীক্ষা চ মে** – এবং আমার যজ্ঞদীক্ষা বা ব্রতদীক্ষা **তপঃ চ মে** – এবং আমার তপস্যা বা আধ্যাত্মিক সাধনা

ঋতুঃ চ মে – এবং ঋতু ব্রতং **চ মে** – এবং আমার ব্রত বা নিয়ম পালন (May I have the blessings of the seasons and vows.)

অহোরাত্রয়োঃ চ মে – এবং দিন ও রাত্রি (সময়ের সদ্যবহার) **বৃষ্ট্যা চ মে** – এবং বৃষ্টি (জীবনদায়ী জল) **বৃহদ্রথন্তরে** – **যজ্ঞেন কল্পন্তাম্** – সামবেদের দুইটি স্তোত্র — **বৃহৎ ও রতন্তর** — আমার যজ্ঞের মাধ্যমে অত্যন্ত ফলপ্রদ ও কল্যাণকর হোক।

গর্ভাশ্চ মে বৎসাশ্চ মে ত্র্যবিশ্চ মে ত্র্যবী চ মে
দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী
চ মে ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসা চ মে তুর্যবাট্ চ মে
তুর্যৌহী চ মে পঠবাট্ চ মে পঠৌহী চ ম উক্ষা চ
মে বশা চ ম ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মেহনড্বাঞ্চ
মে ধেনুশ্চ ম আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন
কল্পতামপানো যজ্ঞেন কল্পতাং ব্যানো যজ্ঞেন কল্পতাং
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাগ্ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং মনো
যজ্ঞেন কল্পতাং বাগ্যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং
যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্ ॥ ১০ ॥

গর্ভাশ্চ মে বৎসাশ্চ মে - গর্ভস্থ প্রাণ ও নবজাত বাছুর আমার হোক। ত্র্যবিশ্চ মে ত্র্যবী চ মে - দেড় বছর বয়সী পুরুষ ও স্ত্রী বাছুর আমার হোক। দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে - দুই বছর বয়সী পুরুষ ও স্ত্রী পশু আমার হোক। পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী চ মে - আড়াই বছর বয়সী পুরুষ ও স্ত্রী পশু আমার হোক। ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসা চ মে - তিন বছর বয়সী পুরুষ ও স্ত্রী পশু আমার হোক। তুর্যবাট্ চ মে তুর্যৌহী চ মে - সাড়ে তিন বছর বয়সী পশু আমার হোক। পঠবাট্ চ মে পঠৌহী চ মে - চার বছর বয়সী পুরুষ ও স্ত্রী পশু আমার হোক। উক্ষা চ মে বশা চ মে - প্রজননক্ষম বলদ ও গাভী আমার হোক। ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মে - শক্তিশালী বলদ ও পরাক্রমশালী পশু আমার হোক। অনড্বাঞ্চ মে ধেনুশ্চ মে - কর্মক্ষম বলদ ও দুধদানকারী গাভী আমার হোক। (ধেনুঃ চ মে - এবং আমার সদ্য প্রসূত দুগ্ধবতী গাভী)

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ - যজ্ঞের দ্বারা আমার আয়ু পূর্ণ হোক। প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্ - আমার প্রাণশক্তি পূর্ণ হোক। আপানো যজ্ঞেন কল্পতাম্ - নিঃশ্বাস/বহির্গামী প্রাণশক্তি পূর্ণ হোক। ব্যানো যজ্ঞেন কল্পতাম্ - শরীরের শক্তি প্রবাহ পূর্ণ হোক। চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ - আমার দৃষ্টি শক্তিশালী হোক। শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্ - শ্রবণশক্তি পূর্ণ হোক। মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্ - মন পবিত্র ও স্থির হোক। বাগ্যজ্ঞেন কল্পতাম্ - বাকশক্তি শুদ্ধ ও কল্যাণকর হোক। আত্মা যজ্ঞেন কল্পতাম্ - আত্মা যজ্ঞের দ্বারা পবিত্র হোক। যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্ - যজ্ঞ নিজেই পরিপূর্ণতা লাভ করুক।

একা চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে সপ্ত চ মে নব
 চ ম একাদশ চ মে ত্রয়োদশ চ মে পঞ্চদশ চ
 মে সপ্তদশ চ মে নবদশ চ ম একবিংশতিশ্চ
 মে ত্রয়োবিংশতিশ্চ মে পঞ্চবিংশতিশ্চ
 মে সপ্তবিংশতিশ্চ মে নববিংশতিশ্চ
 ম একত্রিংশচ্চ মে ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ মে
 চতস্রশ্চ মেহষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে ষোড়শ
 চ মে বিংশতিশ্চ মে চতুর্বিংশতিশ্চ
 মেহষ্টাবিংশতিশ্চ মে দ্বাত্রিংশচ্চ মে
 ষট্‌ত্রিংশচ্চ মে চত্বরিংশচ্চ মে
 চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মেহষ্টাচত্বারিংশচ্চ মে
 বাজশ্চ প্রসবশ্চাপিজশ্চ ক্রতুশ্চ সুবশ্চ
 মূর্ধা চ ব্যশ্লিষশ্চান্ত্যায়নশ্চান্ত্যশ্চ ভৌবনশ্চ
 ভুবনশ্চাধিপতিশ্চ ॥ ১১ ॥

একা, তিস্রঃ, পঞ্চ, সপ্ত, নব ... - ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ... (বিজোড় সংখ্যা)
 একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ... - ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ ...

একবিংশতিঃ চ মে - এবং আমার একুশ ত্রয়োবিংশতিঃ চ মে - এবং আমার
 তেইশ পঞ্চবিংশতিঃ চ মে - এবং আমার পঁচিশ সপ্তবিংশতিঃ চ মে - এবং
 আমার সাতাশ নববিংশতিঃ চ মে - এবং আমার উনত্রিশ একত্রিংশ চ মে -
 এবং আমার একত্রিশ ত্রয়স্ত্রিংশ চ মে - এবং আমার তেত্রিশ (এই বিজোড়
 সংখ্যাগুলো _____ প্রতীক)।

চতস্রঃ চ মে - এবং আমার চার অষ্টৌ চ মে - এবং আমার আট দ্বাদশ চ
 মে - এবং আমার বারো ষোড়শ চ মে - এবং আমার ষোলো বিংশতিঃ চ মে
 - এবং আমার কুড়ি চতুর্বিংশতিঃ চ মে - এবং আমার চব্বিশ অষ্টাবিংশতিঃ চ
 মে - এবং আমার আটাশ দ্বাত্রিংশ চ মে - এবং আমার বত্রিশ ষট্‌ত্রিংশ চ
 মে - এবং আমার ছত্রিশ চত্বারিংশ চ মে - এবং আমার চল্লিশ

চতুশ্চত্বারিংশং চ মে - এবং আমার চুয়াল্লিশ অষ্টাচত্বারিংশং চ মে - এবং আমার আটচল্লিশ (এই জোড় সংখ্যাগুলো যজ্ঞের ছন্দ ও _____ প্রতীক)।

বাজঃ চ - এবং অন্ন বা শক্তি প্রসবঃ চ - এবং অন্নের উৎপাদন আপিজঃ চ - এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পুনরাবৃত্তি ক্রতুঃ চ - এবং যজ্ঞ বা সংকল্প / সংকল্প ও যজ্ঞশক্তি (Kratu : - be used in my Yagya/ Sacrifice) সুবশ্চ - স্বর্গীয় আলো বা সৌরশক্তি। (May I have strength _____ and heaven.)

মূর্ধা চ - এবং আকাশ বা (সর্বোচ্চ স্থান) ব্যগ্নিঃ চ - এবং ব্যাপ্ত শক্তি বা আকাশস্থ দেবতা আন্ত্যায়নঃ চ - এবং অন্তিম আশ্রয় বা প্রলয়-কাল-বর্তী দেবতা অন্ত্যঃ চ - এবং অন্ত বা পরিণাম ভৌবনঃ চ - এবং জগতবাসী বা পৃথিবীস্থ দেবতা ভুবনঃ চ - এবং সমগ্র বিশ্ব বা জগত অধিপতিঃ চ - এবং সকলের অধিপতি বা পরমেশ্বর।

আমি যেন সূর্য ও স্বর্গলোকের আশীর্বাদ এবং সর্বোচ্চ শিখর (মূর্ধা) লাভ করি। আকাশব্যাপী ব্যাপ্ত শক্তি, অন্তিম আশ্রয় এবং জগতবাসী দেবগণ আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হোন। এই সমগ্র বিশ্ব এবং এই বিশ্বের অধিপতি পরমেশ্বর যেন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

ওঁ ইডা দেবহূর্মনুর্যজ্ঞনীর্বৃহস্পতিরুক্ষথামদানি
শংসিষদ্বিশ্বেদেবাঃ সূক্তবাচঃ পৃথিবীমাতর্মা মা
হিংসীর্মধু মনিষ্যে মধু জনিষ্যে মধু বক্ষ্যামি
মধু বদিষ্যামি মধুমতীং দেবেভ্যো বাচমুদ্যাসং
শুশ্রাষণ্যাং মনুষ্যেভ্যস্তং মা দেবা অবন্তু শোভায়ৈ
পিতরোহনুমদন্তু ॥

ইডা - অন্ন বা পুষ্টির দেবী (কামধেনু স্বরূপা) দেবহূঃ - দেবতাদের আহ্বানকারিণী (Invocation of the gods) মনুঃ - মনু বা মানবজাতির আদি পিতা (যিনি মননশীল) যজ্ঞনীঃ - যজ্ঞের পরিচালক বৃহস্পতিঃ - দেবগুরু বৃহস্পতি (প্রার্থনার অধিপতি) উক্ষথামদানি- আনন্দদায়ক স্তোত্র বা শস্ত্রসমূহ

শংসিষং - গান বা পাঠ করুন বিশ্বদেবাঃ - সকল দেবতাগণ সূক্তবাচঃ - কল্যাণকর বা উত্তম স্তব উচ্চারণকারী

পৃথিবী মাতঃ - হে ধরিত্রী মাতা মা মা হিংসিঃ - আমাকে কষ্ট বা হিংসা দেবেন না (আমায় রক্ষা করুন)

মধু মনিষ্যে – আমি যেন সর্বদা মধুর বা শুভ চিন্তা করি **মধু জনিষ্যে** – আমি যেন সর্বদা মধুর বা মঙ্গলময় কর্ম করি **মধু বক্ষ্যামি** – আমি যেন মধুর বা আনন্দদায়ক ফল লাভ করি **মধু বদিষ্যামি** – আমি যেন সর্বদা মধুর ও সত্য বাক্য বলি **মধুমতীং** – অত্যন্ত প্রিয় বা মধু সদৃশ **দেবেভ্যঃ** – দেবতাদের উদ্দেশে **বাচম্** – বাক্য **উদ্যামম্** – নিবেদন করি বা উচ্চারণ করি

শুশ্রাষণ্যাম্ – শ্রবণযোগ্য বা মানুষের শ্রবণে সুখদায়ক **মনুষ্যেভ্যঃ** – মানুষের প্রতি **তং** – সেই আমাকে **মা** – আমাকে **দেবাঃ** – দেবতাগণ **অবন্তু** – রক্ষা করুন **শোভায়ৈ** – মহিমা বা সৌন্দর্য প্রদানের জন্য (যাতে আমার বাক্য ত্রুটিহীন হয়)

পিতরঃ – পিতৃপুরুষগণ **অনুমদন্তু** – আনন্দিত হোন এবং আশীর্বাদ করুন

ওঁ, অন্ন ও পুষ্টির দেবী _____, মানবজাতির আদি পিতা মনু এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের এই যজ্ঞ বা প্রার্থনা পরিচালনা করুন এবং আনন্দদায়ক স্তোত্র পাঠ করুন। বিশ্বের সকল দেবতাগণ আমাদের এই সুন্দর স্তবগুলি গ্রহণ করুন। হে ধরিত্রী মাতা, আপনি আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি সর্বদা সুন্দর ও মঙ্গলময় চিন্তা করব এবং আমার প্রতিটি কাজে যেন মধুর ও কল্যাণকর হয়। আমি যেন সর্বদা সত্য এবং মিষ্টি কথা বলি। দেবতাদের প্রতি আমার নিবেদন যেন মধুর হয় এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমার কথা যেন শ্রুতিমধুর ও সুখদায়ক হয়।

দেবতারা আমার এই সুন্দর বাচনভঙ্গিকে রক্ষা করুন এবং আমার পিতৃপুরুষরা (পূর্বপুরুষরা) যেন আমার প্রতি আনন্দিত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন। দেবতারা আমার এই সুন্দর বাচনভঙ্গিকে রক্ষা করুন এবং আমার পিতৃপুরুষরা (পূর্বপুরুষরা) যেন আমার প্রতি আনন্দিত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ ইতি শ্রী কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায়াং

চতুর্থকাণ্ডে সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ ॥